D. L. O. CALCUTTA MAY 8 FREE

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা।। অগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা প্রতি খণ্ড ।৶। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।৹ আনা।

১০ম ভাগ } কলিকাতাঃ—১৫ই বৈশাখ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ২৬এ এপ্রেল ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ } ১১ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

পরীক্ষিত মহৌষধ।

নিম্ন লিখিত ঔষধ কলিকাতা ঝামাপুকুর ২৮নং শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। পারদ দোষ সংশোধক অব্যর্থ চূর্ণ। ইহাতে শরীরের পারদজাত বা গরমির পীড়াতে দূষিত রক্ত, পারদ ফোটন বা ঘা হওন ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

মূল্য ২৶৹ আনা

২। তোপচিনি মসলার অরিষ্ট। ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি, শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবেক এবং ধাতু পুষ্টি হইবেক। অধিকন্তু, ইহা মেহ, ধাতু পীড়া, উপদংশ রোগ, বাত, পুরাতন কাশী ও হাপানী প্রভৃতি উৎকট পীড়া সমূহের একটি অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২৷৹ টাকা।

৩। অম্লপীড়ার মহৌষধ। ইহা বিবিধ অম্ল রোগের ঔষধ যথাঃ—অম্ল উদ্গার ও বমি, পেট জ্বালা বেদনা ও পেট ফাঁপা, অজীর্ণ ইত্যাদি। ৸৶আনা।

৪। বৃহৎ হিমসাগর তৈল। ইহাতে বায়ু পিত্ত রোগ শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা ইত্যাদি আরোগ্য হয়। মূল্য ১৶৹ আনা।

৫। বাতরাজ তৈল। ইহা বিবিধ প্রকার বাত রোগের মহৌষধ। মূল্য ৸৶৹ আনা।

৭। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের পুঁজ ও বধিরতা আরোগ্য হয়। ৷৶১০

৮। কেশ কন্দর্প তৈল। ইহাতে অকালে কেশ পক্কতা ও কেশ মূল বলিষ্ঠ হয়। মূল্য ৸/১০ আনা

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম। ইহাতে গরমির ও অন্য ঘা আরোগ্য হয়।

মূল্য ৷/১০ আনা

শ্রীরামলালদত্ত

ঘড়ি, সোনার চেইন, ইয়ারিং, বাজাবাকশ, হিরা পান্না ও চুনির অঙ্গরী প্রভৃতি বিক্রেতা।

নং ১৪৩। ১৪৪ রাধাবাজার।

এখানে সর্ব্ব প্রকার ক্লক, ওয়াচ ঘড়ি, টাইমপিশ জেমশমেকেবের সোনার রূপার এবং জেমশমরের এবং অন্য ২ মেকারের ওয়াচ ক্লক চেইন এবং বাজা বাকশ ইংরাজি গহনা ইত্যাদি হোলশেল এবং রিটেল অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং মেরামত হয়।

এখানে ওয়াচ ঘড়ি এবং ক্লক ১০টাকার মূল্যের অবধি ৫০০ টাকার পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

সুলভ! সুলভ! অতিসুলভ!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিচি লোডার ও মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫নালাদ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ,ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জাম অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মূল্যে ও সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা, ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক রোগ, বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপ লিখিত আছে। [illegible] পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া খণ্ডে২ প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্যপাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ, কর্ম্মাধ্যক্ষ।

এতদ্বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করান যাইতেছে যে যে ব্যক্তি শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা অক্ষরে হিন্দি ভাষায় একটী পুস্তক রচনা করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব।

১৮৭৭ ইং ৭ই ফেব্রুয়ারি } শ্রীদিহিঙ্গের গোস্বামী
মোং রহা নওগাঁ আসাম।

"ডাক্তার জি হায়াস্যা এম ডী"

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রোডের বাটিতে প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়।

জ্বরের পরীক্ষিত মহৌষধ!!

"যে ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া তদ্বিষয়ে সম্যক রূপ উন্নতি চেষ্টা করিয়া থাকে স্বভাবের নিয়মানুসারে তৎসমীপে তৎ তৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ও স্বতঃ সমুপস্থিত হয়"। আমি বহু দিবসাবধি অর্শ রোগের প্রতিকারের ঔষধ বিষয়ে সাধ্যাতীত পরিশ্রমে সফল যত্ন হওয়াতে দৈবাধীন জনৈক সদাশয় ব্যক্তিকে অর্শ রোগ হইতে আরোগ্য করাতে তৎ পরিবর্ত্তে প্রত্যুপকার স্বরূপ পুরাতন, প্লীহা, পালজ্বর, জকৃত, ও কুইনাইন ঘটিত জ্বরের মহৌষধি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই মহৌষধি দুই সপ্তাহ কাল সেবন করাতে জ্বর সংঘটিত রোগী সকল সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

শ্রীহরলাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার
কলিকাতা।

আবার গুপ্ত কথা! আবার গুপ্ত কথা!!

আবার গুপ্ত কথা

রহস্য মুকুর!

আশ্চর্য্য গুপ্ত কথা!!

হরিদাসের "গুপ্ত কথা" লেখকের দ্বারা নূতন প্রণালীতে বিরচিত হইতেছে। ১৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে, মূল্য প্রত্যেক সংখ্যা দুটী পয়সা, মফস্বলে ডাকমাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ১০২ নং শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয়ে প্রাপ্য। প্রতি সোমবার ১ ফর্ম্মা।

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.....৵০

মঙ্গলবার.....।০

বুধবার.....কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বৃহস্পতিবার.....।০

শুক্র বার..... ।০

শনি বার.....।০

রবি বার..... ॥০

সিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গৃহীতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গৃহীতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা। ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফ্রি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া ফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

বৃহজ্জাতকাদি মতে কোষ্ঠী প্রস্তুত করা এবং স্বরোদয়, পঞ্চ পক্ষী, দৈবজ্ঞ বল্লভা, কেরলী ষষ্টি দাসাদি মতে প্রশ্ন গণনা, সামুদ্রিক গ্রন্থ প্রভৃতির মূল ও অনুবাদ ও চক্র এবং দৃষ্টান্তসমেত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তক গুরুপদেশ ব্যতীত শিক্ষা হইবে। গ্রাহক গণের প্রতি প্রতিখণ্ডে ডাকমাশুল ব্যতীত ॥৵০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কলিকাতা যোড়াসাঁকো শিব কৃষ্ণদার, গলি ৭নম্বর বাটিতে আমার নিকট মূল্য সমেত পত্র পাঠাইলে পাইবেন ইতি।

শ্রী রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক॥

মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল এক আনা।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

"সুরেন্দ্র বিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন।"—বান্ধব (ঢাকা)

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ প্রেস ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে বিক্রয় হয়।

১ Three years in Europe. 2nd Ed. মূল্য ১ মাশুল ৵০

২ ইউরোপে তিন বৎসর ॥০ ৵০

৩ বঙ্গ-বিজেতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১।০ ৵০

৪ মাধবী কঙ্কণ, " " (ছাপা প্রায় শেষ হইয়াছে) ১ ৵০

৫ The Indian Pilgrim. (Poem) J. C. Dutt. " ৵০

৬ The Peasantry of Bengal. ২ ৵০

৭ The Literature of Bengal ১ ৵০

সেপ—শে

আমরা ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান; মায় ডাকমাশুল

১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ১

" " ২য় " ১৵০

হোমিওপ্যাথিক ভৈষয্যতত্ত্ব ১ম ১

অর্শরোগের মহৌষধ ১॥০

অর্শ রোগীরা আপন২ লক্ষণ পাঠাইবেন।

টাক রোগের মহৌষধ ১॥০

হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন চেষ্ট ২৫

" ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স ১০

" ১০ শিশি বাক্স ৫

এই বাক্সে এক এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তিত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী

কলিকাতা, ৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

পরীক্ষিত বিশ্ববিষ চিকিৎসা।

এই পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে সর্প বিষের ও অন্যান্য জন্তুর দংশন এবং অন্য কোন প্রকারে বিষাক্ত পরীক্ষিত মহৌষধ দ্বারা চিকিৎসা বিবরণ লেখা হইয়াছে। মূল্য ডাক মাশুল সহ বার আনা ১৪ নং মেলিয়া টোলা ষ্ট্রীট যোড়া সাকো কলিকাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য

দন্ত-বন্ধনকারী ও দন্ত- চিকিৎসক।

প্রসিদ্ধ দন্ত-বন্ধনকারী কৃষ্ণধন দাসের পুত্র

শ্রীদীন নাথ দাস।

অতি সুলভ মুল্যে দন্ত বন্ধন ও দন্ত চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ঠিকানা কলিকাতা, ৫১ নং সুকিয়াস ষ্ট্রীট।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রথম সোপান।

অর্থাৎ

বঙ্গ দেশের উদ্ভিদ্‌ পরিচায়ক গ্রন্থ।

হুগলী কলেজের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ওয়াট এম, বি, সি, এম, এফ এল, এস,

কৃত।

হুগলী কলেজিয়ট স্কুলের

বাবু দ্বারিকা নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

দুই শত নবতি চিত্র দ্বারা ব্যক্ত।

মূল্য ১ এক টাকা

কলিকাতা ৩ নং ডেলহৌসি স্কোয়ার ডবলিউ নিউম্যান এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

FIRST STEP IN BOTANY.

Being an Introductory Treativee on the Vegetation of Bengal.

BY GEORGE WATT, M. B. C. M. F L. S.
Professor, Hoogly College.

Translated into Bengali by Baboo Dwarkanath Chatterjee, Hoogly Collegiate School.

Illustrated by two hundred and ninety wood-cuts of Familiar Plants.

One Rupee

Publishers

W. Newman & Co., 3 Dalhousie Sqare
Calcutta. জ্যৈ—১৫শে

মহাপ্রস্থান

মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ভবানীপুর সুকর্‌বন্‌ প্রেশে প্রাপ্য। জ্যৈ—৬শে

গোলাপ! গোলাপ!! গোলাপ!!

সাময়িক সবজির বীজ।

এখানে অতি উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত নূতন গোলাপের কলম প্রায় ১২৫ ভিন্ন ২ প্রকারের বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক সুলভ। উহার তালিকার জন্য আমাকে লিখিলে পাঠাইয়া দিব।

আপাততঃ রোপণ যোগ্য সবজির বীজ যথা চৈতে শশা, ফুটি, কাঁকুড়, খেড়, তরমুজ খোরমুজ বারপাতা ঝিঙ্গে, তিন হস্ত পরিমান লাউ, বাণারসের কাঁকড়ি, চাঁপানটে ও অন্যান্য শাক ইত্যাদি হরেক রকমের পাওয়া যায়। মূল্য মায় পেকিং সমেত ২ টাকা মাত্র।

নর্শরির গ্রাহক এই সময় হইলে এবং ১৪ টাকা চাঁদা দিলে সর্ব্ব প্রকারের বীজ পাইবেন; গ্রাহক হইবার ইচ্ছুক হইলে সত্বরই হওয়া কর্ত্তব্য, বিলম্ব হইলে আপাততঃ রোপণ যোগ্য বীজ সকল পাওয়া যাইবে না। নিতান্ত ভরসা করি বড় লোকে গ্রাহক হইতে বিরত হইবেন না।

১৫ই জানুয়ারি ১৮৭৭ } শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় পাইকপাড়া নর্শরি, কলিকাতা।

পুঃ নিঃ। গ্রাহক মহোদয়গণ এই সনের স্ব স্ব দেয় চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বেঙ্গল হোমিওপেথিক ফারমেসি।

(শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখে।)

১ নং আপর সারকুলর রোড, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রয়োজনীয় হোমিওপেথিক ঔষধি. গৃহ চিকিৎসক এবং ব্যবসায়ীদিগের নিমিত্ত সাধারণ এবং বিশেষ২ পীড়ার বাঙ্গলা ও ইংরাজী ব্যবস্থা পুস্তকসহ নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট বাক্স, এবং অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সমুদয় অতি সুলভ মুল্যে হোলসেল ও রিটেল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের দ্রব্যাদি সমুদয় বিলাত হইতে নূতন আসিয়াছে।

ওলাউঠার বাক্স

১১ শিশি (গৃহোপযোগী) সমেত ব্যবস্থা পুস্তক মূল্য ৫

২৪ শিশি পূর্ণ (চিকিৎসকোপযোগী) সমেত পুস্তক ১০

রুবিনির ক্যাম্ফার (ওলাউঠার প্রতি নিষেধক ১ সমেত ব্যবস্থা পত্র

জল পরিস্কার করার পকেট ফিলটার ৫

জ্বর পরীক্ষার যন্ত্র ৭

লাল বেহারি মিত্র এণ্ড কোং
হোমিও পেথিক চিকিৎসক ও কিমিষ্ট।

রামায়ণ! রামায়ণ!! রামায়ণ!!!

বালমিকি রামায়ণ জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিনোদ বেহারি গোস্বামি কর্ত্তৃক অনুবাদিত ৭১ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০ আনার হিঃ। যাহার আবশ্যক হইবে ১০৬ নং রাধাবাজারের দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন

রামধন নাগ কোং।

অমৃত বাজার পত্রিকা

সন১২৮৪ সাল ১৫ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

এদেশীয়েরা গবর্ণমেণ্ট হইতে কি উপকার পায়।

আমরা গতবার উল্লেখ করি যে, যদিও ভারতবর্ষবাসীরা যত অল্প কর প্রদান করে অন্য কোন রাজ্যের প্রজারা এত অল্প কর প্রদান করে না, কিন্তু এরূপ দরিদ্র প্রজাও আর কোন দেশে নাই। আমেরিকাবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, আমরা তাহাদের সঙ্গে তুলনা করিয়া ভারতবর্ষবাসী প্রজাদের দরিদ্রতা প্রমাণ করি না, আমরা দেখাই যে, ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র আইরিশ প্রজারা এক সপ্তাহে যাহা উপার্জ্জন করে, এদেশীয় প্রজারা তাহা এক মাসে উপার্জ্জন করিতে পারে না। আমরা অদ্য আর একটী বিষয় দেখাইব। রাজার নিকট হইতে যে পরিমাণ উপকার প্রাপ্ত হয় প্রজাদের সেই পরিমাণে তাহাকে কর প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাজা সুশিক্ষা বিস্তার, আভ্যন্তরিক ও বহির্বাণিজ্যের সুগম করিয়া, দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া প্রজার উপকার করেন, এবং রেণল্‌ড সাহেব যে সকল সভ্য গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষবাসীরা অতি সামান্য কর প্রদান করে, তাহাদের সঙ্গে তুলনা করিলে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট প্রজার উন্নতি, সুখ, শান্তির নিমিত্ত যে রূপ ব্যয় করেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কর গ্রহণ করেন।

গবর্ণমেণ্ট ইতি পূর্ব্বে মফস্বলে এবং সম্প্রতি কলিকাতায় নূতন ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইন জারি করিয়াছেন। এ আইন জারি হওয়াতে যে প্রজার প্রতি অত্যাচার হইয়াছে, ইহা রাজপুরুষেরা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। রেণল্‌ড সাহেব যে সভ্য দেশের দোহাই দেন তাহার কোন সভ্য রাজ্যে যে এরূপ কঠোর নিয়ম প্রচলিত নাই তাহাও তাহারা জানেন। তত্রাচ এই আইন জারি করিয়া তাঁহারা মাজিষ্ট্রেটের ভয়ানক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলেন অথচ ভারতবর্ষবাসীরা রাজভক্তিবিহীন নহে, ধর্ম্মবিহীন নহে, দুরন্ত নহে, রাজ আজ্ঞা ইহারা চিরকাল অবনত শীরে বহন করিয়াছে, রাজপুরুষেরা ঘোর অত্যাচার করিলেও তাহারা কখন তাহাদের প্রতি অসম্মান দেখায় না। রেণল্‌ড সাহেব যে সমুদয় সভ্য দেশের দোহাই দেন, সে সমুদয় রাজ্যে প্রজারা যেরূপ কোন অবিচার হইলে, অবিচার হউক আর না হউক, অবিচার হইয়াছে এই রূপ বিশ্বাস করিলে সহস্র২ প্রজারা তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হয়। এখানকার প্রজারা তাহা জানে না, ইহারা আদালতকে দেব মন্দির স্বরূপ জ্ঞান করে, রাজ পুরুষদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে, রাজপুরুষদিগের আত্মীয় স্বজনকেও গুরুগোষ্ঠির ন্যায় মান্য করে। যে প্রজারা এরূপ নিরীহ ও রাজভক্ত তাহাদের শাসন করার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কি প্রয়োজন ছিল? রাজ পুরুষেরা বলেন যে, ইহাতে হাইকোর্টদিগের হাতের অনেক কাজের হ্রাস হইবে। হাইকোর্টে এখন যে কএক জন জজ আছেন, তাহারা প্রাণপণে যত্ন করিয়াও হাতের কাজ নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারেন না, এবং তাহাদের এই ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত প্রজাকে সম্পূর্ণ মাজিষ্ট্রেটদিগের কৃপার অধীন নিংক্ষপ করা হইতেছে। কিন্তু প্রজাকে এই রূপ দুরবস্থাপন্ন না করিয়াও গবর্ণমেণ্ট জজদিগের ভার পাতলা করিতে পারিতেন। হাইকোর্ট আর দুই কি চারি জন জজ বৃদ্ধি করিলে ইহা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারিত কিন্তু চারি জন জজ নিযুক্ত করিলে বৎসর তাহাদিগকে দুই লক্ষ টাকা বেতন দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহা দিতে প্রস্তুত নন, অথচ গত বৎসর কেবল ষ্ট্যাম্পের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ৯১১৫৩২ টাকা লভ্য করেন। আমরা আবার মফস্বলের স্মলকজকোর্ট ও মুন্সফি আদালতে প্রচুর বিচারপতি না থাকাতে কত অসুবিধা হয় তাহা বলিব না। আমরা ব্রিটীশ অধিকৃত ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানী কলিকাতা নগরে ইহার নিমিত্ত কি রূপ বিচার হয় তাহাই কেবল বলিব। কলিকাতার স্মলকজকোর্টে ৫ জন জজ আছেন। ইহারা গত বৎসর ২৬৬ দিন কাজ করেন। গত বৎসর কলিকাতায় ৩৪৫২টী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরে ১৩২৬টী মোকর্দ্দমা মুলতবি ছিল। ইহার ৩৪৬৬২টি মোকর্দ্দমা গত বৎসর নিষ্পত্তি হয় এবং ১১৬৬টী মোকর্দ্দমা মুলতবি থাকে, অর্থাৎ জজেরা গড়ে প্রতি দিন প্রতি জনে ২৬টী মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও ১১৬৬টী মোকর্দ্দমা মুলতবি রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন, অথচ গত বৎসর ব্যয় বাদে এখানে ৪৭২৯১ টাকা উদ্বর্ত্ত থাকে।

রেণলড সাহেব যে সমুদয় সভ্য দেশের দোহাই দেন সেখানেই বা গবর্ণমেণ্ট প্রজার শিক্ষার নিমিত্ত কিরূপ যত্ন করেন, এখানেই বা কিরূপ যত্ন করা হয় আমরা এখন তাহারই তুলনা করিব। আমরা সমুদয় ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করিব না। যে বঙ্গ দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন দেখাইয়াছেন আমরা তাহারই সঙ্গে তুলনা করিব। বাঙ্গলার জন সংখ্যা ছয় কোটি এবং গত বৎসর ইহার ৫৩৫৮০৪ জন শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে আবার ৬৬১৯১ ছাত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন রূপ ব্যয় করেন নাই। অর্থাৎ গড়ে শতকরা এক জনের কিছু অধিক শিক্ষা পায়। কিন্তু ফ্রান্সে শতকরা ৭০ জনকে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা দেন, জর্ম্মেনী ও প্রসিয়তে সকলকেই কিছু না কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করিতে হইবে এই রূপ রাজ আজ্ঞা আছে এবং জর্ম্মেনীতে শুদ্ধ উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ২১টী বিশ্ব বিদ্যালয় আছে এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ে ১৮০০ জন শিক্ষক ও অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। প্রসিয়ার জন সংখ্যা ২৫৬৯৩৬৮৮, এখানে ৫৫৫৮৫ জন শিক্ষক আছেন এবং বৎসর ৩১৯৩৩২৩ জন শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ডে বিবাহের সময় স্ত্রী পুরুষের নাম স্বাক্ষর করিতে হয় এবং ইহা দ্বারা নির্ণীত হয় যে, লণ্ডন নগরে শতকরা ৯১ জন পুরুষ এবং শতকরা ৮৫ জন স্ত্রী বিবাহের সময় এই নাম স্বাক্ষর করে। সমগ্র ইংলণ্ডে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইহার অনুসন্ধান হয় এবং তদ্বারা প্রকাশ পায় যে, বিবাহ উপলক্ষে শতকরা ৩৬ জন পুরুষ এবং ৪৬ জন স্ত্রী কেবল নাম স্বাক্ষর করিতে পারে নাই। ইংলণ্ড ও স্কটলাণ্ডের জন সংখ্যা ২৬০৭২২৮৪ অর্থাৎ বাঙ্গলার জন সংখ্যা অপেক্ষা ৩৩৯২৭৭১৬ কম অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন হইতে শিক্ষার নিমিত্ত পার্লিয়েমেণ্টে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ১৫৬৬২৭১০ টাকা মঞ্জুর করেন এবং বর্ত্তমান বৎসরে ১৮৮১৭২৮০ মঞ্জুর করিয়াছেন এবং আমরা গত বৎসর এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সর্ব্ব সমেত ২৪৩০০৩ টাকা মাত্র প্রাপ্ত হই। ইংরাজেরা রুশদিগকে অসভ্য বলেন। সেখানেও ৮টী বিশ্ব বিদ্যালয় আছে ও তথায় বৎসর ৯২৮৩৫৮ জন ছাত্র শিক্ষা করে। তথায় ১৮৭০ খৃঃ অব্দে যত সৈন্য সংগ্রহ হয় তাহার শতকরা ১১ জন লেখা পড়া জানে, অথচ বাঙ্গলা অপেক্ষা রুশিয়ার জন সংখ্যা এক কোটি মাত্র লোক বেশী হইবে।

আমরা এখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির দ্বারা দেখাইব যে, রেনলড সাহেব যে সভ্য দেশের সঙ্গে আমাদের তুলনা করেন তাহারা রাজ্যের কত অর্থ নিজ সুবিধার নিমিত্ত ব্যয় করে এবং আমরাই বা কি করি। ব্রিটীশ অধিকৃত ভারতবর্ষের পরিমাণ ফল ৮৯৭০০৪ বর্গ মাইল, অথচ এখানে ৬৮৬১ মাইল রেলওয়ে ও ১৫৭০৫ মাইল টেলিগ্রাফের তার সংস্থাপিত হইয়াছে, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারলণ্ডের পরিমাণ ফল ১২০৮৭৯ মাইল, এবং এখানে ১৬৬৬৪ মাইল রেলওয়ে ও ৫৬০২ মাইল তার সংস্থাপিত হইয়াছে। জর্ম্মেনীর পরিমাণ ফল ৩৮৯১৫৭ বর্গ মাইল, অথচ তথায় ১৭৪৭২ মাইল রেলওয়েও ৯১৫২ মাইল টেলিগ্রাফ স্থাপিত হইয়াছে। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে সকল দেশেই রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ লাইন ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত।

আমরা আরও শত শত বিষয় দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি যে, যদিও ভারতবর্ষবাসী প্রজারা রাজাকে অপেক্ষাকৃত কম রাজস্ব প্রদান করে কিন্তু তাহারা যে পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করে গবর্ণমেণ্ট হইতে সে পরিমাণে প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হয় না। রেণণ্ড সাহেব যে সভ্য দেশের দোহাই দেন, বোধ হয় যে অবস্থাতে ৩০ লক্ষ টাকা কর স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন, এ অবস্থাতে তথায় একর সংগ্রহের প্রস্তাবও করিতে পারিতেন না। সে প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট এরূপ ভ্রম করিলে তাহার জবাবদিহী করিতে হইত এবং রাজস্ব লইয়া রাজপুরুষেরা জলের ন্যায় ক্রীড়া করিতে পারিতেন না। রাজপুরুষেরা যখন কোন নিয়ম করেন তখন সভ্য রাজ্যের ও সভ্য রাজার সঙ্গে যেন আমাদের তুলনা না করেন। তাহা হইলে অসরলতা প্রকাশ হইবে এবং অসরলতা হিন্দুরা অধর্ম্ম মনে করে। দুর্ব্বল প্রজার নিকট হইতে বলবান রাজার এরূপ অসরলতার প্রয়োজন কি? ৩০ লক্ষ কেন, ৩০ কোটী টাকা দিতে হইবে এ কথা বলিলেই বা আমাদের কাহার সাধ্য যে উহা আমরা দিব না বলি?

বাকি খাজনা আদায় সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইন।

সার রিচার্ড টেম্পল দুইটী বিষয়ে কোন সুনিয়ম প্রকটন করার যত্ন করেন। প্রথম কর বৃদ্ধির নিয়ম, দ্বিতীয় প্রজার নিকট হইতে বাকি খাজানা সংগ্রহ করার কোন সহজ উপায়। এই দুইটি বিষয়ই গুরুতর এবং সুনিয়ম অভাবে এ দুয়ের দ্বারাই দেশের মধ্যে ভয়ানক বিশৃংখলা আরম্ভ হইয়াছে। জমিদার, কৃষি প্রজা, ও মধ্যবর্ত্তী প্রজা ইহারা সকলেই এই নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল যে প্রস্তাব করেন তাহা দ্বারা এই অভীষ্ট সিদ্ধ হউক আর না হউক এরূপ কোন নিয়ম যিনি প্রকটন করিতে পারিবেন তিনি বাঙ্গলা দেশ ঘোর পতন হইতে রক্ষা করিবেন। উপরি উক্ত দুইটী প্রস্তাবের মধ্যে বাকি খাজানা আদায়ের সরাসরি উপায়টীর প্রতি ইডেন সাহেব হস্তক্ষেপ করিতেছেন। যখন সার রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গলা রাজ্যের শাসন ভার পরিত্যাগ করেন তখন তিনি একটী মিনিট লিখিয়া যান। তাহাতে তিনি লিখেন যে, কর বৃদ্ধি কি নিয়মে করিলে ভাল হইবে সে সম্বন্ধে যদিও অনেক মত ভেদ আছে, কিন্তু প্রজার নিকট হইতে কর সংগ্রহ করার কোন সরাসরি নিয়ম প্রচলিত করার পক্ষে সকলই এক মত, সুতরাং যদি করবৃদ্ধি সংক্রান্ত আইনের কোন রূপ পরিবর্ত্তন করা এখন যুক্তিসিদ্ধ না হয়, কর সংগ্রহের যে নিয়ন প্রকটন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সত্বর বিধিবদ্ধ করা উচিত। করবৃদ্ধি করার নিয়ম এবং কর সংগ্রহ করার নিয়ম এ দুইটীই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়, সুতরাং ইহাদের পৃথকরূপে বিধি হওয়াতে কোন বাধা হইবে না।

ইডেন সাহেব সম্প্রতি টেম্পল সাহেবের কর সংগ্রহের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রের প্রতিলিপি আমরা এক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং উহা ইংরেজী স্তম্ভে প্রকাশিত হইল। তিনি সার রিচার্ড টেম্পলের ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, যেখানে প্রজা ও জমিদারে খাজানার হার লইয়া বিবাদ থাকে সেখানকার ত কোন কথাই নাই, প্রজার স্বীকৃত খাজনা বাকি পড়িলে তাহা সংগ্রহ করিতে এখন এত বিলম্ব ও ব্যয় হয় যে তাহাতে কোন রূপ সুবিচার হয় না। এরূপ অবস্থাতে জমিদারেরা অনেক সময় বিপদাপন্ন হইয়া পড়েন। এরূপও অনেক স্থলে হয় যে, এক খানি গ্রামের সমুদয় প্রজা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জমিদারের খাজানা বন্দ করিল। জমিদার বাকি খাজনা সংগ্রহের নিমিত্ত তাহাদের নামে লালিস করিলেন। আদালত আইন অনুসারে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে লাগিলেন, কাজেই উহাতে বিলম্ব

হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে লাট উপস্থিত; জমিদারের বিপদের আর সীমা নাই। তিনি হয় প্রজার শরণাগত হইয়া আপনার ন্যায্য দাবি ছাড়িয়া দিয়া তাহারা যাহা বলিল তাহাতেই তাহাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন, অথবা উচ্চ সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া আপনার পতনের পথ প্রস্তুত করিলেন। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট রোড সেস সংগ্রহের ভার জমিদারদের উপর অর্পণ করিয়াছেন, আবার প্রস্তাবিত নূতন কর সংগ্রহের ভারও জমিদারদিগের স্কন্ধে নিঃক্ষিপ্ত হইতেছে। এ সমুদয় করের নিমিত্ত জমিদারেরা দায়ী, অথচ প্রজারা যদি ইহা না দেয় তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে জমিদারেরা সহজে উহা সংগ্রহ করিতে পারেন না। এই সমুদয় কারণে জমিদারেরা কোন সরাসরি উপায় নির্ব্বিবাদীয় বাকি খাজানা সংগ্রহ করিতে পারেন এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত।

ইডেন সাহেব এই নিমিত্ত ইহার অনুমোদন করিয়া গবর্ণর জেনরেলের নিকট লিখিয়াছেন, যেখানে কর সম্বন্ধে প্রজা ও জমিদারে ছন্দাংশে কোন রূপ বিবাদ না থাকে, অর্থাৎ জমিদার প্রজার স্বীকৃত খাজনা পাওয়ার নিমিত্ত অভিযোগ করেন, সেইখানে কেবল এই রূপ সরাসরি বিচার হইবে। কলেক্টর সাহেবের হাতে এই বিচারের ভার থাকিবে। ইডেন সাহেব লিখিয়াছেন, এখন যত বাকি খাজনার নালিশ হয় তাহার অধিকাংশ এই রূপ নির্ব্বিবাদীয় করের নিমিত্ত, তথাচ জমিদারেরা ডিক্রী করিয়া উহা জারি না করিলে প্রজারা উহা প্রদান করে না। লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের বিশ্বাস যে, এই রূপ সরাসরি বিচারের নিয়ম প্রচলিত হইলে মুন্সেফি আদালতে অতি অল্প সংখ্যক বাকি খাজনার মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইবে।

ইডেন সাহেব বাকি খাজনা সংগ্রহের সরাসরি উপায়ের পোষকতা করিয়া ইহার সঙ্গে আর একটী প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় প্রজার জমা বাকি খাজনায় বিক্রয় হইবার স্বত্ব এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদের উহা বিক্রয় ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকা কর্ত্তব্য। সার রিচার্ড টেম্পলও এই রূপ প্রস্তাব করেন, কিন্তু গবর্ণর জেনারেল ইহাতে স্বীকৃত হন নাই। ইডেন সাহেবের ইচ্ছা যে, গবর্ণর জেনারেল এ বিষয়ে আবার বিবেচনা করেন। লেফটেনণ্ট গবর্ণরের বিবেচনায় প্রজার জমার উপর এই স্বত্ব থাকিলে প্রজা ও জমিদার এ উভয়ের উপকার হইবে। প্রজার জমা তাহা হইলে একটী সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হইবে। আবার জমিদারেরা তাহা হইলে জমা বিক্রয় করিয়া অনায়াসে কর সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

ইডেন সাহেব যে প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছেন এটী নূতন নহে। সার রিচার্ড টেম্পল এ সম্বন্ধে যত দূর অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা করিয়াছেন এবং এদেশে যাহাদের এ সম্বন্ধে কোন রূপ মত প্রদান করার অধিকার আছে তিনি সেই মত প্রদান করিয়াছেন। প্রজা ও জমিদারের মধ্যে যেরূপ অস্বাভাবিক সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কি করিলে দেশের মঙ্গল আর কি করিলে অমঙ্গল হইবে তাহা সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন। খাজনা সংগ্রহের সরাসরি বিচার প্রণালীর প্রবর্ত্তনা হইলে যে প্রজার প্রতি অত্যাচার হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, আবার প্রজারা চক্র করিয়া যে দেশের জমিদার শ্রেণীকে উচ্ছিন্ন দিতেছে তাহারও কোন ভুল নাই। প্রজা ও জমিদার উভয়ই আমাদের দেশবাসী এবং উভয়ের উন্নতি দ্বারা দেশের উন্নতির সম্ভাবনা, সুতরাং যে রূপ শঙ্কট উপস্থিত ইহাতে উভয় কুল রক্ষা করা অসম্ভব। যাহারা জমিদারের পক্ষপাতী তাহারা বলেন যে প্রজাপতনে দেশের বিশেষ ক্ষতি কি, এবং প্রজার পতনের কোন সম্ভাবনা নাই। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যত দিন এদেশে আছে অথবা যত দিন শান্তি বিরাজ করিবে এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে তত দিন প্রজার মার নাই, কিন্তু জমিদার শ্রেণী পতনোন্মুখ। ইহাদের পতন হইলে ধনাঢ্য শ্রেণী দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল এবং যেদেশে ভূমিসম্পত্তিশালী ধনবান শ্রেণী লোকের শ্রীবৃদ্ধি না থাকে, বিশেষতঃ সে দেশ যদি পরাধীন হয়, তাহা হইলে সে দেশের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। যাহারা প্রজার পক্ষীয় তাহারা প্রজার কষ্ট দেখিয়া কাতর হন। তাঁহারা বলেন যে জমিদারদের ধন সম্পত্তি কেবল তাহাদের সুখভোগ ও প্রজার উৎপীড়নের নিমিত্ত, প্রজারা ধনবান হইলে তাহারা প্রকৃত দেশের মঙ্গলাকাংখী হইবে। যাহারা দুঃখের অবস্থা জানে তাহারা দেশের দুরবস্থার জন্যে কষ্ট পায়, এবং প্রজার উন্নতি দুঃখের অবস্থা হইতে এবং জমিদারের পতন ভোগ বিলাস হইতে। ফল আমাদের বিশ্বাস উভয় শ্রেণীর লোকই আমাদের দেশবাসী এবং উভয়ের মঙ্গলে কি অমঙ্গলে দেশের মঙ্গল ও অমঙ্গল হইবে। তবে সরাসরি বিচারপ্রণালী দ্বারা প্রজার প্রতি অত্যাচার হইতে পারে, কিন্তু একটি উপকার নিশ্চয় হইবে। ইহাতে অল্প খরচা পড়িবে এবং উহা প্রজার পক্ষে কম সুবিধাজনক নহে। যে দেনা পরিশোধ করিতেই হইবে তাহা যত কম ব্যয়ে পরিশোধ করা যায় ততই মঙ্গল।

ভূমির স্বত্বে দখলিকার প্রজাকে জমার দান বিক্রয়ের ভার দিলে প্রকৃত উপকার হইবে কি না সে বিষয়ে আমরা বরাবরি সন্দেহ করি। প্রজার হস্তে এরূপ স্বত্ব প্রদান করিলে আবার দেশের মধ্যে আর একটী বিবাদের সূত্রপাত হইবে। তাহা হইলে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ হইল প্রজা যাহাকে তাহাকে জমা বিক্রয় করিবে এবং ইহা দ্বারা এখন যে সমুদয় জমিদার ও ধনশালী লোকদিগের মধ্যে সৌহৃদ্য না থাকুক, কোন রূপ বিবাদ নাই তাহাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইবে। প্রজা তাহা হইলে এখন যত অবাধ্য হইয়াছে তখন তাহা অপেক্ষা আরো অধিক অবাধ্য হইবে এবং জমিদারদিগের জমিদারি, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র জমিদারদিগের পক্ষে জমিদারি রাখা দুষ্কর হইবে।

আজ কিছু দিন হইল বোম্বাইয়ে এক জন ইউরোপীয় এক জন চপরাশীকে হত্যা করে। সাহেবের নাম ডিলন। গত নবেম্বর মাসে সে এদেশে আগমন করে এবং নাগপুরে অবস্থিতি করিত। সে অতিশয় মদ্য পান করাতে পীড়িত হইয়া পড়ে এবং চিকিৎসার নিমিত্ত ডাক্তার খানায় গমন করে। সে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার পূর্ব্বে হাসপাতাল পরিত্যাগ করে। নাগপুরে একটী দরিদ্র আশ্রম আছে, সে তাহারই আশ্রয় লয়। ২০ ডিসেম্বরে সে এই আশ্রম পরিত্যাগ করে। সে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া এক ব্যক্তির গলদেশ ধরিয়া এক জন চাপরাশীর নিকট লইয়া যায় এবং চাপরশীকে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতে বলে। চাপরাশী অস্বীকৃত হওয়ায় সে এক খানি অস্ত্র দ্বারা চাপরাশীকে আঘাত করে এবং ইহাতে তাহার মৃত্যু হয়। হত্যাকারীর বিচার বোম্বাই হাইকোর্টে হয়। জুরিরা ইহার বিচার করেন। জুরিরা সমুদয় ইংরাজ। জুরির বিচারে হত্যাকারী নিষ্কৃতি পাইয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস যে এ উন্মত্ত অবস্থায় চাপরাশীকে আঘাত করে। বোম্বাইবাসীরা এই বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ বিচার ন্যায্য কি অন্যায্য হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। হত্যাকারীর উন্মত্ত অবস্থায় হত্যা করার অসম্ভব নহে এবং যদি এ ব্যক্তি প্রকৃত উন্মত্ত অবস্থায় হত্যা করে তবে ইহাকে নিষ্কৃতি দিয়া জুরি সুবিচারই করিয়াছেন। তবে মদ্য পান দ্বারা যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উন্মত্ততা উপস্থিত হয় এ দেশীয় লোকের তাহার উপর দয়া হয় না। এরূপ লোককে পাগল বলিয়া রাজদণ্ডের শৈথিল্যতা দেখাইলে এদেশীয়েরা অবিচার মনে করেন। সমাজ ও শিক্ষার উপর লোকের অপরাধ ও নিরপরাধের অনেক সংস্কার জন্মে। ইংলণ্ডে মদ্যপান করা যত দুষ্কর্ম হউক, সেখানে উহা ভদ্র সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, এখানে এখনও আমরা তত দূর উন্নতি করি নাই। সেখানে মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হইলে লোকে তাহার প্রতি দয়া করে, এখানে লোকের তাহার উপর ঘৃণার উদ্রেক হয়, সুতরাং ডিলনকে নিষ্কৃতি দেওয়াতে ভারতবর্ষবাসীরা অবিচার মনে করিবে। আমরা যদও এই হত্যাকারী ইংরাজের নিষ্কৃতি দ্বারা অসন্তুষ্ট হই নাই তথাচ যাহারা ইহাতে সুবিচার হইয়াছে বলিতেছেন, তাহাদের আমরা একটী কথা বলিব। আমরা বরাবরি বলিয়া থাকি যে দেশকালপাত্রভেদে কার্য্যের দোষ কি গুণ বিচার হয়। আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রাণদণ্ড করাতে কোন অপরাধ নাই আবার ফ্রান্সে ডুয়েল ক্রীড়াতেও কোন অপরাধ নাই। এই রূপ এদেশে ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে কি তাহার উপপতি কি হত্যা করিলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করা হয়। তাহারা যেরূপ ডিলনকে উন্মাদ বলিয়া ক্ষমা করিলেন, হিন্দুরা সেই রূপ ব্যভিচারিণী স্ত্রী হত্যাকারীকে উন্মাদ না হউক অন্য কোন কারণে তাহাকে ক্ষমা করেন। যদি সমাজ হইতে দুষ্কর্ম নিবারণ করা রাজদণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বোধ হয় ডিলনকে ছাড়া দেওয়া যায় না, কিন্তু ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে সে অনুসারে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। ডিলন শাস্তি পাইলে হয় ত মদ্য পান করিয়া আর উন্মত্ত হইত না এবং এই অবস্থায় পাছে নরহত্যা করি এই ভয়ে অনেকে মদ্য পান হইতে বিরত হইত আবার ব্যভিচারিণী স্ত্রী হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলে অনেকে ভয়ে ব্যভিচারদোষ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। আবার মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হওয়া সম্পূর্ণ মনুষ্যের আয়ত্তাধীন, কিন্তু স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবার ইচ্ছা বিশেষতঃ হিন্দু জাতির মধ্যে স্বাভাবিক। একটী ইচ্ছা করিলে নিবারণ করা যায়; আর একটী যত দিন হিন্দু জাতি সম্পূর্ণ অন্য রূপ প্রকৃতি না পাইতেছেন তত দিন তাহা নিবারণ করার সাধ্য নাই সুতরাং একটী শাস্তি দ্বারা নিবারণ হইতে পারে, আর একটী শাস্তি দ্বারা নিবারণ হইতে পারে না।

কার্টুড, ডয়লী, ক্লে প্রভৃতি সাহেবের নাম এ দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। আমরা এই রূপ আর এক জন চিরস্মরণীয় ব্যক্তির কথা নিম্নে উল্লেখ করিব। ইনি সিবিলিয়ন নহেন, এক জন সামান্য ডপুটী মাজিষ্ট্রেট, তবে ইনি এক জন ইংরাজ। ইনি সিন্ধু প্রদেশে কাজ করেন। এক দিন এক জন সৈয়াদ এই ডিপুটি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। সৈয়াদ এক জন সম্ভ্রান্ত লোক, অশ্বারোহণ করিয়া সাহেবের গৃহে উপস্থিত হন এবং তাঁহার অনেকগুলি ভৃত্য তাহার সঙ্গে গমন করে। ডিপুটি সাহেবের ইহাতে অপমান বোধ হয়। ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট এক জন সাহেব ও এক জন হাকিম ও সৈয়েদ এক জন সামান্য লোক এই বিষয় প্রতীতি জন্মাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত সৈয়েদের হাতে তিনি এক খানি পত্র দিয়া বলেন যে, তিনি এই পত্রের বাহক হয়। যাহার নামীয় পত্র তাহার নিকট উহা পৌঁছিয়া দেন। যেস্থানে পত্র পাঠান হয় সে স্থানের বাটী হইতে কয়েক মাইল দূর হইবে। সৈয়েদ করেন কি? যে আজ্ঞা বলিয়া অশ্বারোহণে গমনের উদ্যোগ করেন, কিন্তু ডিপুটী সাহেব হুকুম দেন যে, তাহার পদব্রজে যাইতে হইবে এবং সেখান হইতে পত্রের উত্তর লইয়া পদব্রজে আগমন করিতে হইবে। সৈয়েদ ভয়ে এই আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। আমরা বোম্বে টাইমস হইতে এই সম্বাদটি সংগ্রহ করিলাম। সৈয়েদ এই অপমানের কোন রূপ প্রতিবিধান করার যত্ন করেন কি না তাহা আমরা অবগত হই নাই। ফল তিনি ইহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত যত্ন করিলে কোন ফল ফলিত কি না তাহা আমরা জানি না। এরূপ অবিচারে আমাদের ক্ষতি কি ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি সে বিষয় সন্দেহ আছে। ইহাতে ইংরাজজাতির পদগৌরব বৃদ্ধি হয় কি হ্রাস হয় তাহাও আমরা জানি না। নীলকরদিগের এই রূপ নবাবি চাল্ চলতি ছিল, কিন্তু এখন কোথায় তাহারা রহিয়াছেন এবং তাহাদের চাল্ চলতিই বা কোথায়! ঐ সমুদয় নীলকুঠির নিকট দিয়া রাজা রাজড়ারাও

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY, APRIL 26, 1877.

War has actually commenced between Russia and Turkey, and 17,000 Russian troops have already crossed the Roumanian Frontier.

——ooo——

A correspondent informs us that a Muktiar, Baboo Ramkoomar Bose has applied for damages in the Civil Court against Mr. Babuena, a Deputy Magistrate of Rungpore. It is alleged that the Deputy Magistrate directed his peon to expel the Muktiar from the Court by force.

——ooo——

The meeting of the British Indian Association regarding the local rate was not a success, considering the important question that the body took in hand. This is partly owing to the hurried manner in which the meeting was got up, and partly, we must say it, to a spirit of exclusiveness which characterises some of the leading members of the Association, who consider every offer of aid from outside as an intrusion.

——oooooo——

Here is another instance of gross abuse of power by Muffsil Huzoors, which we take from the *Behar Herald*. Ambica Persad Sing is the son of a rich zemindar in the district of Shahabad. One Biswashar, convicted of dacoity, after he had been some months in the jail, made a statement to the effect that Ambica Persad on a certain occasion some three or four years back received stolen goods from him. Whereupon Ambica Persad was arrested and the Deputy Magistrate of Arrah threw him into prison, bail being refused. But on an application being made to the Hight Court, it was ordered that he should be released on giving suitable bail. The defendant furnished the required bail and he was released. But before he could reach his home, he was again arrested on a police report to the effect that he was *badmaish*. About the same time the Deputy Magistrate committed Ambica Prosad to take his trial at the Sessions on the original charge of receiving stolen property. He was acquitted by the Sessions Judge. But as we said, another charge was brought against him simultaneously with the original charge, and as soon as he was acquitted, proceedings were at once taken against him under section 505. The Deputy Magistrate by virtue of the large discretion vested in Magistrates ordered that he should find four sureties in Rs. 5,000 each, or be imprisoned for a year, during ten months of which the imprisonment is to be rigorous. Thus a respectable man was on the simple statement of a dacoit put into prison, and though released by the order of the High Court, was immediately arrested on another equally frivolous charge. The Sessions Judge acquitted him of the original charge, but he was at once ordered by the Deputy Magistrate without a formal trial to furnish a heavy security or suffer rigorous imprisonment. The order of the Deputy Magistrate has been, it is true, quashed by the High Court, but we think the Government should take serious notice of this case.

——ooo——

The following is from a "Resident of Darjeeling":—"Here is another Fuller case. An atrocious murder has been committed by a European of this district under, it is said, provocation, and the following is a brief narrative of the case. A Nepaulee tailor was for sometime past in the employ of one Mr. J. Stoelke, a tea planter, living in the Sudder Station. Last Friday, when the tailor was doing his work in the house of his master, his master's sister came out of her room, and asked why he was neglecting his work? Upon which the tailor, it is said, spoke impertinently. Mr. Stoelke, who was in the house at the time, hearing that the man exchanging words with his sister, came out enraged, and began to administer blows upon him both with his hands and feet. The poor man after receiving 2 or 3 severe kicks on his sides strived to get out of the house to save himself from the hands of his master, and with great difficulty succeeded in reaching the public road just above the house where he fainted. Information was given to his father who at once gave news to the Police Station where the man was first brought and thence removed to the Hospital. There he died in the evening after lingering for about four hours. Mr. Paul, the Asst. Commissioner, conducted the investigation in the night, and the prisoner was brought up to the Court yesterday to take his trial before the Deputy Commissioner Mr. Edgar. Strange to say that when Mr. Stoelke was apprehended in the night, he was allowed to sleep in the Assistant Commissioner's house instead of being put to Hajut which was the fit place for him to remain in. This was, I believe, owing to his being a white man, to whom the law is not so applicable as it is to the natives. A *post-mortem* examination was made on the body of the deceased by the Civil Surgeon Dr. Peerves, who certified that it was the rupture of the spleen which caused the man's death. Whole of yesterday was taken in taking depositions of witnesses, and the case was adjourned till Monday. In the meantime, the prisoner was released on bail ! ! ! As the [illegible] now *sub-judice* I do not wish to [illegible]y remarks on the merits of the same. The [illegible] that I wish to ask you and your numerous [illegible] whether it was consistent with the prescribed [illegible]low bail to a murderer who confessed his [illegible] the Court. I shall let you know when such cases are becoming so frequent that it is of little matter whether such people actually die from the violence of the kicks or a ruptuer of the spleen. Admitting that a deceased spleen is at the root of such murders, yet exemplary punishments have become absolutely necessary to put a stop to this dangerous practice of kicking. The Viceroy's Fuller minute was condemned by the Anglo Indians, but they must admit that if it was strong it has not yet been able to put a stop to this pastime of kicking. We shall see in what light judicial officers in judicial offices have taken this celebrated minute, whether as a joke or a serious matter.

——ooo——

We received a communication from the Bengal Government on the subject of the proposed cesses addressed to the Honorary Secretary, British Indian Association, when our leading article was already in type. In accordance with a resolution passed at the meeting of the British Indian Association, the Hon. Secretary to that body wrote to the Bengal Government asking permission to be heard by Counsel in regard to the covenant of the permanent settlement. The Lieutenant Governor has refused their prayer and taken that opportunity of giving his own views in connection with the agitation set on foot against his fiscal measures. We regret to notice that the letter is written under a sense of provocation, and we fear it is somewhat undignified in tone. The Lieutenant Governor evidently thinks that he is an injured man and is provoked at this opposition to his measures. He thinks the Bengallies ought to know that he is himself only an instrument and is bound to carry out the wishes of his superiors. It is exceedingly distasteful to him to have to impose fresh taxes, and he would have never done any such thing if he had any choice in the matter. He further feels that the question now raised was decided when the cess upon roads was imposed, and the opposition to his schemes of taxation must therefore be considered factious, which, without doing any good to the clamourers, will throw obstacles in his way. His Honor, therefore, feels naturally provoked at the clamours raised against his measures.

Now, suppose an extremely friendly, honest, and expert executioner were to take offence, at the struggles of a man, whose throat he was directed to cut, and which he promised to do with great gentleness and considerations. Would that be right? The executioner might say with offended pride: "What an ingrate and fool you are. You know you can't escape and I must obey my orders. You know that I am your friend and shall bleed you as gently as is possible under the circumstances. Why do you then move about your shoulders in that way, and increase my troubles and perhaps your pangs?" The Lieutenant Governor expects sympathy and support from the people, but he must also shew some sympathy for them. He has to carry out a scheme, but the people *have to pay.* And not only to pay but to see their dearest rights demolished at the same time, and that, according to their view, unjustly. It is particularly irritating to them to pay from land, in other words, it is not the 30 lacs which troubles them so much as the way in which that sum is proposed to be raised. The Lieutenant Governor has himself admitted that the permanent settlement "has unquestionably been the chief cause of the rapid growth of wealth and prosperity in the Lower Provinces." Admitting that, how can His Honor feel himself provoked if the people raise a hue and cry when a further encroachment is made upon the validity of the settlement? It is simply incorrect to say that "every project of taxation and every movement of progress" is opposed by the people of Bengal. Let him take the duty upon cotton goods, an impost upon salt or an income tax, and then he may find even warm supporters. But to touch the land and then to ask the people to remain quiet, that is asking to do what it is not the duty of the people to do, considering that the permanent settlement "has unquestionably been the chief cause of the rapid growth of wealth and prosperity in the Lower Provinces."

His Honor then offers a threat, and we frankly confess we do not exactly like that portion of the letter. Threats may do well to those who look up to Government for titles of honors and other favors, but we fancy, there are many in this country who will not be deterred from doing what they consider their duty, if it runs counter to the wishes of the powers that be. We earnestly hope that this threat will have no effect whatever upon some of the members of the British Indian Association who enjoy the honor of the Lieutenant-Governor's friendship. But we believe it was not actually a threat but a piece of advice, or more correctly, advice and threat combined that the Lieutenant Governor offered. It is an unlooked for event to see the British Indian Association and the Lieutenant Governor at loggerheads with each other. But the Association must do its duty, and we hope for the reasons above stated, His Honor will not see in the people of Bengal a desire [illegible] factious opposition if they carry the struggle to the bitter end.

——ooo——

Taxation in Bengal.—It is said that the Lieutenant-Governor will pass the proposed Bills on the 4th proximo, that is, two days before he leaves Calcutta for Darjeeling! We have always admitted that this measure has been forced upon His Honor, that he is himself innocent to all intents and purmeasures, but by that, we have never lost our regard for the man who rules us, nor have we any intention of bringing any discredit upon him personally or his rule. He is a tried friend of Bengal, and Bengal is prepared to allow him without complaint greater liberties than what they would allow to others. But she was not prepared for this! He will really give the people cause of complaint if he hurries his measures without allowing them time to have their own say in the matter. If he is pressed for money, a few weeks' time more will not surely cause a financial embarrassment in the State. If he is predetermined and is quite sure that nothing what the people might say would change his purpose, then this we can assure His Honor, that the people of Bengal will never allow themselves to be treated like children, even by their beloved Governor.

Confident of his own popularity; of his own honesty and innocence; confident also of the support of some influential Hindu Journals and of the imperial Government, His Honor comes to the conclusion that if the measure is passed, it will nip the growing agitation against it in the bud, and the Bengallees will at last, after they have spent their indignation in froths and foams, submit to the decree of fate. This policy might serve in some cases, but it would not serve here; for here the vital interests of the whole population are concerned. Slowly and surely the people are coming to realise their position, and when the majority shall come to know the effect of the measure it is sought thus suddenly to fasten upon them, it will move them more powerfully than they were ever moved before. The country was powerfully agitated during the reign of Sir George Campbell. Sir Richard Temple followed an opposite policy and gave peace to the land. The country has slumbered for the last four years and is now in a position to make a gigantic effort to settle the matter of the permanent settlement at rest for ever. That such an effort will be made we have very little doubt, considering the nature and number of correspondences that we have received from all parts of the country, and considering the vast and varied interests at stake. We would ask His Honor therefore with humility and all earnestness to hear what the people have to say before he takes any decisive step. Even if he is determined to follow a settled policy, it will not do him harm to wait till he has given the people a hearing. It will at least give the people some satisfaction! It will be giving a needless offence if matters are hurried in this fashion.

It is one thing to tax a people without giving them any explanation whatever, to put a stop to all representations to Government, and to disregard the protests of the people if they offer any. But it is a quite different thing to tax a people and then to justify the act before them by arguments; to discuss the act in all its bearings before senators, and allow the people to take part in these discussions. The Government has given us the freedom of speech; it has given us the privilege of recording our protests and criticizing its measures; it has allowed natives to take part in the discussions in the Legislative Chamber. Doing all these, in what a false position does the Government place itself by predetermining a thing and laying it before the public for discussion! How ridiculous it looks when the Government is utterly at fault in argument and when it fails to justify its measures before the public! It raises a bitter smile to see the efforts of the Bengal Government to justify the measures it has proposed.

Now hear how the Bengal Government reasons. It says "we cannot raise the duty upon cotton goods because we have already determined to lower it." This argument when analysed comes to this: We won't hear because we are determined we won't." Why not realise the money by a local income tax, demand the people?—In reply the Government says: "It is an imperial reserve." Which means that the Government has resources, and that it will not touch; its intention is to open a new one. It further says that it cannot impose a duty upon salt, because it is not within its power, nor that of the Imperial Government. Now this is a frank admission and which discloses the damaging fact that India is not governed by the Government of India, but by somebody behind the screens. Who these may be, pray? We would like to be introduced to them, so that without troubling ourselves how to move the Viceroy or his Lieutenant, we might go to these men direct and lay our grievances at their feet. This we have decided not to do; this we must not touch; this is beyond our power; these are all the arguments to justify a compulsory irrigation rate and a public works cess upon land.

But is it nothing to break a solemn promise? Did it never occur to our wise rulers that, if they have nice arguments to prove why this or that tax should not be imposed, we have also one in our favor why the lands should not be touched? It is a great argument that the income tax should not be touched for it must be kept as an imperial reserve; but has the argument no force that the British nation should not break a pledge? When a contracting party breaks his contract he is liable to be sued in our courts and this is the law of the land as introduced by the British notion. Did the British nation reserve for itself any special privilege in this matter? Is it wrong or not for a private individual to break a pledge? If it is so, is it not more culpable in Government to commit a breach of faith? Will it

Can this loss be compensated bv thirty lacs of Rupees per annum, or by gold and silver at all?

There are two ways in which these qnestions can be answered by the British nation. One is this. This is the nineteenth century and the age of sentimentalism is long gone by. A promise was no doubt made and the people were simply foolish to place any faith in it. They should have known that a promise is never made by a wise man with the intention of abiding by it, through good report or bad report, but so long as it served his interests to do so. It is true people will henceforth cease to place any faith in us, but we shall yet try to outwit them and we hope we shall yet succeed. We are afraid there are men who hold such views and such views are gradually prevailing in the world. But these men are not as yet sufficiently advanced to make an open declaration of such views. They feel that they are wise, but they know that the world has not been as yet weeded out of its uncivilized, undeveloped and conservative sentimentalists, and the views they entertain would shock the feelings of such men.

The other answer is that by imposing a cess upon land the Government does not commit a breach of faith. And this is the answer upon which the Government relies, Let us see the language of the Proclamation of Lord Cornwallis dated 22nd March 1793. It is as follows: "No alterations will be made in the assessment which they have respectively engaged to pay, but that they and their heirs and successors will be allowed to hold their estates at such assessments for ever." Now we have the very highest opinion of the English language. It is rich and complying, and like the magician's paper-cap, can be twisted into any shape. We hold the opinion that it is English language which has acquired more territory for Her Majesty than even English bayonets. Yet the language is before the world, it is before you, dear reader, twist it into any shape you choose, and you shall be able to make nothing out of it. Here the English language has failed, o ye statesmen who thirst after the fat of the lands of Bengal! The failure of the English language is owing to one single fact. The intentions of Lord Cornwallis were honest when he proclaimed the settlement.

There was just such a law proposed in 1854 entitled a bill to amend a law relating to the appointment &c of Police Chaukidars in cities &c, &c., only the ryots were not proposed to be touched. Then it was proposed to levy a rate upon land for the maintenance of Police Chaukidars, but Sir Barnes Peacock pointed out that it could not be done under the permanent settlement. Upon this Lord Dalhousie wrote under date 14th April "I have studied with deep attention, the valuable Minute which has been recorded by our honorable and learned Collague Mr. Peacock, relative to the legal or equitable right of the Government of India to levy a further assessment on the holders of land in these Lower Provinces for payment of a police force. I am bound to say that the clear reasoning by which he has supported his opinion adverse to the levy of the proposed rates on the holders of lands has fully convinced me that this Act should not be extended to rural villages." Thus the question which is now raised was settled 23 years ago, by one of the greatest of Governor Generals of India, at the recommendation of one of the greatest Jurists that ever came to India. We have already seen the wording of the pledge given in 1793; we now see that in 1854 a question was raised, whether a rate could be imposed upon land, for the maintenance of police, and it was decided by the then Supreme ruler of the Empire that it could not be done under the Act. And now if the same question is again raised and an adverse decision arived at, it will be dealing a fatal blow to the good reputation and honor of the British nation. It will be difficult to persuade people hereafter to place any faith in pledges solemnly given or the decisions arrived at by Supreme rulers of India.

It is well known that the cess bill was carried by a majority of one vote. It is well known that hon'ble members entered solemn protests against this imposition, But the Government will say that yet the measure was carried, whether by one vote or two votes matters not. Quite true, but hear what Sir H. Montgomery said in this matter: "A Government should not, in my opinion, voluntarily place itself in a position laying it open to be charged with a breach of faith. It should rather avoid any measure which would be so held in the estimation of its subjects specially interested. Sound policy would seem to point out this as course to be pursued, that carrying the land-holders and their dependents with us must be more efficacious than meeting their opposition at every turn and fostering in their minds the ideas (however well or ill-founded) that their rulers are breaking faith with them under the specious plea of doing what they assert to be for their ultimate good." Now let us put aside every argument and let the Government frankly answer this question. If these rates are imposed, will the Government ever succeed in pursuading the people to believe that the Government had not broken faith? Will not the *universal* belief be, in spite of nice arguments, that the British nation has acted dishonorably? Is it expedient, politic, or proper to do any such thing which would create such a belief?

The Town Hall Meeting:—The meeting of Saturday last to protest against the Presidency Magistrates' Act was a brilliant success. Despite the intense heat of the day and the unusual hour of the meeting, the Hall was crowded to almost suffocation, and at the lowest computation, there were at least fifteen hundred present. What contributed to the importance of the meeting was the presence of some of the leading Europeans of the Town, who appeared to heartily sympathise with the movement. The Sheriff, who was in the chair, opened the proceedings a few minutes after 3 P. M., and before calling upon the gentlemen to address the meeting he read about 20 telegrams received a few minutes back from various persons in Bombay and Madras, fully sympathising with the movement, and expressing their inability to be present. Of the hundreds present there was scarcely one who did not feel the importance of the meeting and its deliberations. Earnestness, and we may say indignation at this retrograde step of the Government, was depicted in almost every face. The feelings of the citizens were violently worked, yet not a word of disrespect to Government was uttered. The sober and orderly way in which the bussiness of the meeting was conducted showed that there was no lack of intelligent understanding of the purport of the meeting. Rajah Shama Sanker Roy, who moved the first resolution, spoke as follows:—

Though he happened to be a resident of Calcutta, he was a mofussil zemindar, and had, therefore, sufficient experience as to the mode in which the Criminal Procedure Code had worked there. He need hardly add that he spoke only the opinion of the public when he said that it had not only proved an utter failure there, but a fruitful source of oppression to Her Imperial Majesty's loyal subjects, and after this sad experience, he regretted to say it had pleased our rulers to introduce it in Presidency cities. And why? They surely did not want it; it was simply forced upon them. It was forced upon them in spite of their protests, and the protests of the non-official Members of the Council. There was no political danger impending, there was no hatching of sedition, no combination against Government, no, not even was there any increase in criminality in the population. The Act was therefore simply uncalled for, and he, therefore, begged to move the first resolution. (Applause.)

The Rajah was followed by Babu Surendranath Banerjee, who in seconding the resolution, made an eloquent and thrilling speech. He spoke as follows:—

The Act in question having received the sanction of His Excellency the Viceroy, at present formed portion of the substantive law of the land, and if the decision of His Excellency had been final, it would have been a mere farce and a sham to have held this meeting; but they had a higher tribunal, that of the Secretary of State, to which they could appeal. He would point out that the Act restricted the liberties and encroached on the rights and privileges of the subject by doing away, in a large number of cases, the ancient-consecrated and long-cherished system of trial by Jury. He would not do injustice to the Government by even insinuating that it was not actuated by the best and most honest of intentions, but what they were now concerned with was whether the principles of the Act were just and proper. Sir Arthur Hobhouse had said from his seat in Council that the system of legislation introduced in Calcutta had answered well in the mofusil, and that the Act would be found to be of great public convenience. Now, with all diference to the learned Law Member, the words "pbublic convenience" were very vague and indefinite—indeed, Sir Arthur evidently felt so himself, for he was obliged further on in his speech to explain that by the term he meant the convenience of the High Court Judges and the Jurors—the former of whom, according to the correspondent to the *Pioneer*, had six months' work in the year, and the latter were called upon to attend the High Court (hear, hear). But there were other people besides whose convenience, safety, and welfare should have been considered, though they were not. Again, who were the jurors, but the people themselves and who had met together to protest against the Act and to exclaim "Save us from our friend, the Law Member" (cheers and laughter). Narrowing therefore the scope of the argument, it came to this, that the Bill was intended to serve the High Court Judges. But they had not complained of overwork, and had not acted contrary to the traditions of english Judges who never so complained. They were therefore forced to come to the conclusion that the hon'ble Law Member had gone out of his way to serve those who had not asked to be served.

As to the other argument that it was advisable to introduce this measure into Presidency Town,s because the system had worked successfully in the Muffsil the speaker gave the statement a flat denial. The system has not been successful, but said he, "it had been a total and almost irretrievable failure (hear, hear), and the time was not far distant when a change in the law would be necessitated, so that they should have less of magisterial vagaries than they did now, and have less said of the actions of the Kirkwoods, the D'oyloy's, and the class of the Civil Service." He concluded thus:—

The comparison between London Magistrates and Presidency Magistrates was not a legitimate one, because not only had the former less power than the latter, but they judged their own countrymen whose characters they were better acquainted with than they could be with those of foreigners; and they were besides under the influence of a powerful and far-reaching pubiic opinion which did not exist in this country to such an extent. Further, there was no political necessity for this alteration of the law. The Empire, founded on the loyalty of two hundred millions of people, was not tottering; there was no treason apprehended; no danger in view; and if the cloud no bigger then a man's hand, which now rested on the horizon of the North-West frontier, expanded and threatened to become a danger to the Empire, one was certain that no man would be more willing to fight, and if need be die for the Btirish Empire than the swarthy Hidu (loud cheers). In conclusion he humbly trusted that Lord Salisbury would veto the Act.

Babu Amarendro Nath Chatterjee who, moved the second resolution, spoke, as usual, ably and addressed the meeting as follows:

The resolution speaks of the Jury trial as a time-honored system, and that fact, I am sure, is so patent to us all that I would be simply wasting your valuable time if I were to expatiate upon it. Every schoolboy who has any knowledge of English history, can say that the system of trial by jury is of immemorial antiquity, and that the experience of its working for centuries in England has proved its usefulness as an institution which is the best safe guard for the liberty of the subject. Sir, this meeting has been styled a meeting of the inhabitants of Calcutta against the Presidency Magistrates Act. But, I think, that in so far as our English fellow-citizens are concerned, the short title of this meeting would most appropriately have been "Magna Charta Meeting," for, Sir, we meet here to protest against the violation and infraction of one of the fundamental articles of the Magna Charta. (Loud cheers). Trial by jury is the birbright of Englishmen, and the native inhabitants of Calcutta have enjoyed that privilege since the establishment of the Supreme Court. The Grand Jury was abolished some years ago, in spite of the remonstrances of the people and of that most eminent Judge, Mr. Justice Phear. And now the thin end of the wedge has been applied in excluding the people from the benifit of the Jury trial in a large number of cases effecting the liberty of the subject for 2 years (hear, hear) This measure of legislation, Sir, is uncalled for; and seems to me to be entirely opposed to the principle recognized by the legislature of the adventage of the Jury trial, as evidenced by the fact of their introducing that system in the mofussil. Probably they think that offences punishable with imprisonment for 2 years are not sufficiently important but the public think differently. (hear, hear.) It is said that this measure of legislation is intended to relieve the high Court Judges from a pressure on work. I do hot know—nor do I think we can well say that it is distinctly avoid by the legislature that they have been forced into necessity The Criminal Seasons calendars of the High Court, compared with the extensive population of the town are generally very light indeed. But even if the fact were otherwise, could it, I submit respectfully, in all fairness and justice warrent the deprivation of a peaceful people from a most valuable privilege. Sir, we are acting loyally and constitutionally in meeting this evening to defend our rights. The Jury trial has been eminently successful. I know the Jury has been and may be regarded in certain quarters as an obstinate body of obstructives, and in spite of its obstinacy and obstructiveness, it has been always regarded and venerated the safest and surest guardian of public liberty. (Cheers)

Mr. Fink moved the third resolution, and his elaborate and able speech elicited much applause from the audience. Regarding the trial by jury he said:—

Trial by jury as a time-honored custom must be universally known, and those who have studied the history of this institution will admit that though in England it was not copied or borrowed from any of the tribunals that existed on the Continent, still the principle that no man should be condemned except by the voice of his fellow citizens moulded and governed the formation of the primitive tribunals not only in ancient Rome, but also among later Teutonic nations He might safely go further still and say that the principle upon which the jury system is based was both known and acted upon by the Hindoo Aryan race long before the British ever put foot on Indian soil. (Hear, hear!) In the primitive tribunals of this country every man was judged by his fellowtownsmen, or by the guild to which he belonged. So that he might say that the jury in our courts of to-day was simply an enlightened development of the village *punchayet*, which is as old as the days of Menu. (Applause.) The most important effect produced by the Presidency Magistrates' Act, was the abolition of trial by jury in a large class of cases, and for more reasons than one, this was calculated to produce a huge evil. (Hear! Hear!) It deprived prisoners of a right which is most dearly prized by Englishmen, and robbed society of the right which it has always enjoyed, of taking a share in the administraitons of justice. It was a retrograde movement quite opposed to the tendency of the day; for while we have municipa institutions, introduced here with a view to allow the people to govern themselves and while the jury system is being introduced into the moffussil to allow the people a share in the administration of justice, the presidency towns, where the intelligence of the country is to be found, are deprived of this right. On the other hand, it was a right which every prisoner in civilized England is entitled to.

Mr. Fink boldly asserted that one of the results of this Act would be an increase in the number of convictions. He did not say this without some grounds. In Belgium the jury system was not introduced until 1830, when the number of convictions greatly decreased. On this point Mr. Fink read the following few lines from the pen of Quitelet, the another of *Surla Thearie des Probabilities*, which we commend to the attention of our English legislators:—

In 1826 our tribunals condemned 84 individuals out of 100 accused, and the French tribunals 65, the Englih tribunals have also condemned 65 per cent. during the last twenty years. Thus, out of 100 accused, 16 only have been acquitted with us, and 35 in France as in England. These two latter countries, so different in manners and in laws, however, pronounce in the same manner on the fate of the unfortunate submitted for their judgments; whilst our kingdom, so similar to France in its institutions, acquits a half lacs of the accused. Should the cause of this difference be sought in the fact that we have not the institution of the jury, which our neighbours have? I think it so.

Let us examine, in fact, what is passing before the correctional tribunals where the judges only give sentence as in our tribunals. We shall find in France the same liberty as with us. Of 100 accused only 16 are acquitted.

Let us examine the tribunals of police, simply the same severity, of 100 accused, only 14 are acquitted, The preceding will lead us, then, to the conclusion, that when 100 accused come before the tribunals, whether criminal or correctional, or simple police, 16 will be acquited, if thay have to be dealt with by a jury

Such were the conclusions I came to from the first statistical documents on crime which were published in France and Belgium. I did not then know that the following year would realize my conjectures in the most brilliant manner. The Revolution of 1830 detached Belgium from the Kingdom of the Netherlands and gave it the institution of the jury. Immediately the acquittals took the same course as in France.

The chances of acquittal for one accused were then doubled in Belgium by the sole fact of the institution of the jury, and of 100 accused, 16 who would have been condemned by the system in operation anterior to 1830 were returned to society.

The next speaker Professor Kali Charan Bannerjee at once enthralled the attention of the whole audience. The thousands who heard him were literally electrified and for one full hour they enjoyed a treat which they will long remember. It is that his speech was not fully reported, ind has been reported gives a very remote idea ble oration he made. One gentleman asked

best Reporters to take down Babu Kali Charan's speech, but he candidly confessed that it was impossible for him to do so, for his speech exercises such a charm over him that he cannot follow him, and his pencil remains motionless in his hands. Here is what Professor Kali Charan is reported to have said :—

Babu Kali Charan Banarji, who was loudly applauded in the course of a lengthy speech, alluded to the gravity of the crisis on which Presidency towns and townsmen had entered. The resolution which he had the honour to second, spoke of the "large extension of magisterial powers." These words were sufficient to send a thrill through the frames of those who had been able to form some idea of the advantages of constitutional government. They meant that the rights and privileges of the citizens were to be curtailed. Why should these rights and privileges which they had learnt to enjoy and to prize be denied them ? Was it not retrogression ? It was constantly stated that the present was an age of progress, but did not the course of legislation give that statement the lie ? It surely could not be said that we were living in an age of progress, unless it was intended to write Constitutional History over again in another and a totally different form. Before the passing of this Act Presidency Magistrates had power to pass sentences of six month's imprisonment and inflict fines of Rs 200 ; now they could pass sentences of two years' imprisonment and inflict fines of Rs. 1,000. Fomerly they could only deal with seventy-eight offences mentioned in the Penal Code, now they had jurisdiction in cases of no less than two hundred and sixty-two offences. Hence nearly two hundred offences which were hitherto tried by juries, were now to be tried by Presidency Magistrates, and this constituted the extension of Magisterial powers alluded to. It was an awful leap—a greater leap than poets took or dreamers dreamed of, and the question naturally arose—What had the people done that they should be deprived of their dearest rights and privileges in this fashion ? Sir Arthur Hobhouse had not stated that there was any political necessity for the law, nor did it owe its existence to any emergency of State ; on the contrary, he admitted that the people had done nothing to merit it. If they had given grave offience to the Government, if they had abused their rights and privileges, they might then have at any rate the consolation that as they had sowed so they had reaped. But the learned law-member said that the alteration of the law by which magisterial powers were extended was due to something else—that this extension of the powers was based on the application of another principle. The Police Magistrates had hitherto done well, said Sir Arthur Hobhouse, and as they had been faithful in a few things they were made rulers over many things. The hon'ble law-member had, however, himself felt that it could not be said that the Police Magistrates had done their duty as they should, and therefore, on the plea that human nature was fallible, admitted that they had blundered, but that their blunders were honest ones ; so that they might go on blundering more and more, and it would not signify so long as they were honest blunders. But why was not the argument used the other way ? Why was it not said that the citizens of Calcutta had been faithful to their rights and privileges, and therefore they should be extented ? Sir Arthur Hobhouse had quoted the Scripture for the purposes of his argument, but he would have done better had he quoted another passage.—"He that hath to him more shall be given, and from him that hath not shall be taken away even that which he hath." Then, again, it was said that the provisions of the Act would give relief to the High Court and to juries. But apart from the matter whether they had asked for such relief, the question presented itself—Would it really be a relief ? Magistrates would be overworked in having to decide more cases, and then appeals would be preferred. Cases would go up to the High Court all the same, the only difference being that people would lose the right of trial by jury. With regard to the other argument that the law introduced was the same as that in the mofussil he would only say that two bad things could not make one good ; if the Government was anxious to make the law the same it should have repealed the bad law which existed. In conclusion, the speaker observed that it was with regret he observed that attempt on the part of Government to deprive the people of the country of those rights and privileges they enjoy, and which they had learnt to prize so highly when they read how the English people, from whom they received them, had fought so hard and nobly for them in their own country.

We regret to find that the speech of Babu Bhyrub Chunder Bannerjee has not been altogether reported.

SCRAPS AND COMMENTS.

A correspondent sends the following case of police oppression from Bombay.

Sir,—At present there has been a great influx in Bombay of the famine-striken people, from the famine-districts, so much so that fear is curtained lest epidemic may prevail in the city and cause an increase in the death-rate. In order to tend the sick, the Town Council has been kind enough to rais temporary hospitals on the Elats and on the outskirts of the city with the intention that their removal there, may cause some change in their health. Accordingly Sir Frank Souter, the Commissioner of Police issued an order to police-peons to carry there all the "ghatis," who may present signs of sickness. Now, as you are well aware, the police-peons are exclusively the natives throughout India ; and though common sense and sense of humanity demand their sympathy for the sufferings of their fellow-countrymen. they, intoxicated with the authority given them by their superiors, commit the wildest excesses under the garb of order from their superiors, which excesses people in a country other than India, will shrink from committing. Well the order was issued to carry away the sick-persons to the hospitals for inspection by medical-men ; and see how it was carried out by them. There is a class of workmen in Bombay, called Nawaghanis, whose services are so indispensible that it is impossible for any Company or office to carry on their business without them. Now where-ever and whereever the police-peon saw a ghati, let him be a work-man in Bombay or one come from the famine-district, provided he was sick, he instantly seized him and carried him to the hospitals in question. Let some workmen be a little sick with head-ache or fever from excessive toil of the previous day, the poor fellows were sure to *pakrowed* by the intoxicated peon merely because there happened to be a little *Suntha* (ginger-powder mixed in water) on therefore heads or a blanket around their body. No objection on their part was suffered, they were dragged by the police leaving their wives and children in sorrow and dis- ... have heard of a case of a Ghati woman who twelve ... e had given birth to a child and who was hurried ... them, merely because the woman, as it was necessary, ... to be on her couch and therefore was suspected to ... Such is the authority and such the cruelty of the police-peons !! I am glad to tell yon one fact, that although our country is fallen through the internal disunion and treachery her own sons, still there exists some sperit of union and independence even in these workmen. Those who were not seized by the police, and there were many of them, formed a firm resolution with one accord to strike their works, till they got redress for their grievances. They accordingly absented themselves, and all the companie's business was at a stand still, and consiquently they had to sustain a great loss. They then enquired into the matter and condemmed the action of the police and every thing was right again

According to the *Daily Telegraph*, copious and deeply interesting despatches have been received from Mr. Stanely under date Ujiji, August 7 to 13 He has made a complete survey of Lake Tanganyika, and settled the question of the Lukuga, which Commander Cameron supposed to be its outlet. Mr Stanley has apparently determind the problems of outlet and level, and made remarkable discoveries besides at the northern end of the lake,- where he has found a spacious gulf, henceforth to be known by the name of Captain Burton, the original discoverer of the Tanganyika. Cameron was both right and wrong in his announcements. Mr. Stanley promises many novel details regarding the products and characteristics of the lake. In another letter he describes at length the general purport of his discoveries at and about the Nyanzas, especially touching that main source of the Nile to which, and its feeding lake, he gives the name of Alexandra, in honor of Her Royal Highness the Princess of Wales. His last letter, dated Ujiji-August 13, reports, unfortunately, a deplorable outbreak of small-pox and fever in that station, which obliged him to prepare for an early departure. The indomitable explorer proposed to cross the country to Nyangwe, and there to determine his final course. Mr. Stanley and his English attendant, Frank Pocock—whom he most warmly eraises—had both suffered from illness, but were much better.

The *Home News* March 30th, says:—Whatever may be done in the next few days, peace, as matter of fact, is not yet concluded between the Porte and Montengro. The Montenegrin demand for a sea-port has indeed been withdrawn ; but the Porte has emphatically declared that it will make no concession at all. The insurrection in Bosnia continues, and is being reinforced by the addition of Servian volunteers. Fresh reports of Turkish cruelty and oppresion come from Bulgaria, and though some notices have been in the Turkish Parliament which look like real business, the labours of that body have been confined to the elaboration and adoption of rule of procedure. Neither in Russia nor Turkey is there any sign of abatement in the war feeling or military preparation. Then Russian Army of the South is being strengthened. Heavy sore guns are being brought up in immence quantities, and 40,000 fresh infantry soldiers are on the point as arrival at Zitmir from Moscow. Movement of the precisely similar significance are in progress on the Turkish side. The feverish agitation grows by what it feeds upon and the popular conviction is that war is inevitable.

We learn from the *Madras Times* that the Sultan of Turkey has, through the Turkish Consul in Bombay, conveyed to the Mussulmans of Madras his warmest thanks for the sympathy expressed by them with, and the relief afforded to, the sufferers in Turkey. The Moulvies of Macca have also, according to our contemporary, expressed their appreciation of the kindly feelings which prompted the Mahomedans of Madras to raise funds for the relief of their suffering brethren in Turkey.

The Punjub correspondent of the *Statesman* in speaking of the Cabul question says :—

Throughout Affghanistan there is the excitement and din of warlike preparations for the avowed purpose of resisting the expected aggresive advance of a British army. The Affghans have been wrought up into a perfect *furore* of religious enthusiasm; and if war should unfortunately break out, it well be tooked upon by them as a religious war, in which they are not only fighting for their independence as a nation, but also for the maintenance of Islam within their country. The least thing—the slightest puff of wind—may now and at any time blow the smouldering fire into a fierce flame difficult to quench.

It is instructive to note *seriatim* and briefly the political blunders by which Government has brought about this state of feeling of Affghan hostility towards it ; and it may be safely conceded that if its special object had been to attain this end, it could not have been more successful in doing so by any other means and also in more thoroughly exciting Affghan suspicion and enmity. To state these blunders categorically, there is to be noticed :—

I.—The advance on Khelat on the Candahar side.

II.—The attempt to form a cantonment at Thull on the banks of the Khoorum river in Upper Meranzye, and on the very boundary of the Affghan provinces of Khoorum and Khost.

III.—The proposals made to the Ameer at the Peshawar conference, which had for their basis the location of a British Resident at his court at Cabul, and of British Political officers at Candahar, Herat, Balkh, and such other places as Government deemed expedient and advisable, and also, in the event of war with Russia, the employment of British officers in organising and disciplining Affghan troops.

All three of these, remarks the correspondent, are unmistakably aggressive menaces, and the first two most especially so, and as such they have been not unnaturally received and treated by the Affghans, who have, moreover, not unreasonably looked upon them as treacherous acts of aggression, the more unjustifiable because they were committed at a time when the British Government was in amicable alliance with them.

The *Pioneer* learns that the long-expected despatch of the Secretary of State on the Fuller case has been received in India. It supports the Viceroy as we were able to inform our readers some, months ago.

The *Statesman* speaking of the Town Hall Meeting regarding the Presidency Magistrates Act says :—The meeting in the Town Hall on saturday was crowded and euthusiastic. The Sheriff presided, and there was a sprinkling of European gentlemen ; but the overwhelming majority of those present were of the native community. The interest of Europeans in this movement cannot, however, be fairly judged by the measure of their attendance at the Town Hall. The success of the meeting being assured, it can hardly be matter of surprise that only a few cared to spend two hours inside the heated circle of a political meeting on April afternoon. But though they can, and doubtless will, support with unanimity the appeal to the Secretary of State, it would not have been an unprofitable expenditure of self-denial to attend a meeting convened with so important an object.

A correspondent Shib Chander Bhattacharjee complains of insufficiency police force Santipore. The consequence is that several petty robberies have been committed within the last few weeks. The correspondent says :—

A band of robbers broke open the shop of one Ram Singh, who lives by the side of the Ganges. They robbed him of his properties, and what is worse, beat him very hard. Another band of armed men forced their way through the house of Doyal Kumer, Kumarparah. Fortunately they failed to do any mischief to the terrible crime which has shocked the Hindoo feelings was pernotrated at the locked house of Babu Raj Krishna Roy of Kasyapaparah. A cow belonging to a gentleman in the same neighborhood, was flayed alive by a certain rogues. A similar atrocity was perpetrated upon an oxen of a ploughman. I am glad to inform you that the criminal in this caso has deen detected and punnished.

Besides, the rumour that ran to the effect that tigers snatched away and killed the domestic animals of the town was wickedly invented by these ruffians who, we presume were the real perpetrators.

An extraordinary rumour is current in Belchistan that the Amir of Cabul is intriguing with the Commander-in-Chief of the Khelat troops to instigate a mutiny among them, further that the Amir is about to send troops to Gulistan to aid in any rising which may be effected. Candahar traders coming through the Bolan Pass report that the forces in Candaher have been trebled, and that, in consequence, the price of grain and supplies in general, was greatly enhanced. It is believed universally that a Jehad will take place.

The Amir of Cabul, it is rumoured, will visit Jellalabad with a view to influence the Frontier tribes to join in a religious war. A rupture between the Amir and the British Government is universally believed to have taken place. Reports of the probability of a re-conciliation between the Amir and his son, Yakub Khan still circulate, but are hardly credited.

The *Bombay Gazette* has the following regarding the impending war :—

Bombay is already begining to experience some of the inconveniences of the state of warlike tension in which the whole civilized world is now held. We live literally in a time when no Government can foretell what a day may bring forth, and when the signal may be given at any moment for a conflagration which will light up the whole of Europe and Asia and will hardly be extinguished before the majority of this generation are in their graves. Let no man flatter himself that the war between Russia and Turkey can be localized, or that the powerful and prosperous Empire of England can remain at peace while less favored and more head-strong States exhaust their resources in a ruinous strife. The interests of the British Empire are too multifarious and extend over too wide an area not to be affected by any disturbance of the existing order of things throughout the world ; and it were useless to pretend that they are not especially concerned in the issue of a war between Russia and Turkey. The real significance of the Eastern Question is, in fact, that it must bring into close conflict the two rival Powers which have openly or secretly been contending with one another for the last fifty years for the dominion of Asia. The conflict may not arise for some time yet in Europe, though Russia has matured her plans so carefully that we shall not be surprised if she speedily overcomes the resistance of Turkey and forces the British Ministry to make up its mind sooner than it would wish to do whether it will fight for Constantinople or not. But throughout Asia the effect of a Russian declaration of war will be immediately felt. There can now be no doubt that Russia has showed all Central Asia with her intrigues up to the very frontier of British India, and we take it as inevitable that, in self-defence, the Government of India will be compelled before another month goes by to send expeditions to Jellalabad and to the northern shore of the Persian Gulf. Persians and Afghans, without having any clear notion which they are being driven, evidently hail the outbreak of war in Europe as a signal for the letting loose of those turbulent passions which the overawing influence of England has so long kept in check ; and inspired by the hope of acquiring booty and perhaps extension of territory. they will launch their strength in adven- turous enterprises which must be checked at the outset ... they will stimulate the popular longing for the return ... reign of lawlessness throughout the East. We believe ... the Government of India has quietly completed its m... preparations for asserting its authority on the North... Frontier ; but we are not sure that it has yet rea... posibility of its interference being required in th... Gulf.

The Amir of Cabul is reported to have ... that all his subjects shall carry arms, ... sequence large quantities of arms, wh... hitherto concealed, are now display... able correspondence is still carried o... Amir and the Akhund of Swat.

Oxford University possesses an annual income of £1,000,000, a library containing 520,000 volumes, and 1,300 graduates.

We are requested to announce that Babu Surendranath Bannerjee will deliver a lecture on "England and India" at the anniversary of the Bhowaneepore Student's Association on Saturday the 28th at 1-30 P. M. The Lord Bishop will preside.

A lecture will be delivered this evening by Father Lafont on "Refraction of Light in Media bounded by spherical substances" at the science Association.

The following interesting statistics regarding Great Powers of Europe at the present moment:

In respect of population, the Powers stand thus: 1. Russia with 73,613,602 inhabitants (1870) Germany with 42,722,242 (1875). 3. Austria, with 37,700,000 (1876); 4 France with 36,102,921 (1872); 5 Grert Britain and Ireland, with 33,460,000, (1876); 6 Italy with 27,482,174 (1875). In point of territory in Europe alone, they may be ranged as follows; 1. Russia, with 2,000,000 square miles; 2. Austria, with 250,000; 3. Germany, with 216,000; 4. France, with 212000; 5 Great Britain and Ireland, with 122,000; 6. Italy, with 118,000. Austria, Germany, and Italy have no possession out of Europe. England own 8,200,000 square miles; Russia, 6,500,000 and France, 400,000. The war strength of the different armies *on paper* may be set down thus 1. French, at 1,750,000 men; 2, Russian at 1,609,000; 3. German, at 1,283,000; 4 Austrian, at 1,013,000; 5 British, at 899,000; 6. Italian at 867,000. In point of naval strength, England is first, her armament consisting of 51 turretships and 2 rams, besides 300 steam-ships and 170 sailing vessels, and 81,447 men. 2 France, with 38 ironclads and 60,000 men; 3. Russia, with 29 ironclads and 25,000 men; 4 Italy, with 16 ironclads and 9,500 men; 5 Russia, with 14 ironclads and 11,500 men; 6. Germany, with 8 ironclads 5,500 men.

PUBLIC MEETING OF THE INHABITANTS OF CALCUTTA.

TO PROTEST AGAINST THE PRESIDENCY MAGISTRATES' ACT

Saturday, the 21st April, 1877.

RESOLUTIONS.

I. That this meeting desires to express its regret at the passing of the Presidency Magistrates' Act without any political necessity or exigency of State and despite the remonstrances of large bodies of the inhabitants of the metropolis and the protests of the non-official members of Council.

Moved by Rajah Shama Shaunker Ray.

Seconded by Babu Surendra Nath Banerjee.

II. That this meeting deprecates the vital injury done by the Act in question to the time-honored system of trial by juries independent alike of presiding judges and of the Executive.

Moved by Babu Amerendra Nath Chatterjee.

Seconded by Dr. E. Chambers.

III. That this meeting looks with anxiety and alarm on the large extension of Magisterial powers in peaceful communities which must tend on the one hand to cause failures of Justice and on the other hand to break down the existing safegurds for the liberty of Her Imperial Majesty's loyal subjects in the country, both European and Native.

Moved by R. H. Fink Esqr.

Seconded by Professor Kali Charan Bannerjee.

IV. Under the above circumstances the only remedy now left for the inhabitants of the town is a respectful Memorial to the most Noble the Secretary of State in Council, praying His Lordship to veto the Act in question by virtue of the powers vested in him by law.

Moved by Babu Bhyrub Chander Bannerjee.

Seconded by Moulavi Serajul Islam.

V. That the following gentlemen be appointed a committee to give effect to the preceding Resolution with powers to add to this number.

Moved by J. C. Murray Esqr.

Seconded by Kumar Surendra Krishna Bahadoor.

J. C. Murray Esq. R. Duncan Esq. R. H. Fink Esq. J. A. Anderson Esq. R. Allen Esq. W. Jackson Esq. Dr. E. Chambers. F. F. Wyman Esq. B. Leslie Esq. W. P. Duff Esq. W. Riach Esq. H. H. Remphry Esq. G. O. Beebee Esq. Rajah Komul Kishen Bahadoor. Raja Rajendra Narayan Dev Bahadoor. Raja Digumbur Mitra C. S. I. Rev. K. M. Banerjee L. L. D. Raja Shama Sunkar Roy Bahadoor. Kumar Surendra Kishna Bahadoor. Kumar Woopendra Kishna Bahadoor. Babu Sreenath Dass. Babu Prannath Dutt. Babu Anup Chand Mittra Prince Wala Gohur Shah. Babu Kali Charan Banerjee. A. M. Bose Esq. M. Ghosh Esq. S. N. Banerjee Esq. Babu Amarendra Nath Chatterjee. Babu Sumbhoo Chundra Mookerjee. Babu Hemanta Kumar Ghosh. Babu Nil Komal Dass. Babu Gunendernath Tagore. Babu Kali Prasonna Ghosh. Babu Janoki Nath Roy. Babu Jogesh Chunder Dutt. Babu Kali Nath Mitter. Babu Bhoyrub Chander Banerjee. Babu Bhugbutty Charan Mullick. Dr. Mohendra Lal Sarker M. D. E. S. Gubby Esq. E. D. Ezra Esq. Manockjee Rustomjee Esq. W. C. Bonnerjee Esq. Babu Broja Jeeban Bose. H. W. J. Wood Esq. Member and Secy. Babu Kali Mohun Dass Member and Secretary. Babu Shishir Kumar Ghose. Member and Assistant Secrtary.

THE PROPOSED RENT RECOVERY BILL.

FROM H. J. REYNOLDS, ESQ.,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal,

To the Secretary to the Government of India,

Department of Revenue, Agriculture, and commerce.

Sir,—The letter from this Government, No. 2100T, ted the 29th August 1876, submitted for the considera- of His Excellency the Governor-General in Council outline of a measure which the late Lieutenant-Governor osed to introduce into the Legislative Council of Bengal e amendment of the law for the determination of In the reply communicated in your letter No. 762, e 19th October, the President in Council assented eparation of a Bill on the subject, but it was added section which proposed to make the right and f an occupancy ryot liable to sale for default in ment of rent, and transferable by private agree- nsidered to be politically inexpedient. A draft prepared, and was submitted to the Government of India with my letter No. 3110, dated the 29th November 1876. The Bill was also circulated for an expression of the opinions of the officers of Government and of the non-official community interested in the question.

2. The difficulties which are at present experienced in the administration of the rent law are of a two-fold character, being concerned partly with the enhancement of rents and partly with the procedure for the recovery of uncontested arrears of rents. The Bill proposed by Sir Richard Temple was intended to deal with both these classes of difficulteis. But it must be evident that, while there is room for much divergence of opinion regarding the principles upon which, and the extent to which, it is equitable to enhance the rent of a cultivating ryot, there is likely to be a general agreement as to the measures which would be effectual for accelerating and simplifying existing procedure for the realization of undisputed rents. The two branches of the question, though in some degree connected are sufficiently distinct to allow of their being dealt with in separate legislative enactments.

3. The replies which have been received to the circular in which this Government invited an expression of opinion on the Bill sufficiently show that, under the present procedure, the recovery of rent by legal process, even when the arrear is not disputed, is so tedious and costly as practically in many cases to involve a denial of justice. If the ryots of a village combine to offer a passive resistance to the landlord by withholding all payments of rent, he can only realize his dues by a suit in the civil court against each individual cultivator. It is the object of the ryots to delay a final decision as long as possible, add the procedure of a civil suit affords them many facilities for doing so. In the meantime the zemindar, though thus kept out of his own dues, is compelled to pay the Government revenue on pain of losing his estate; and, under the pressure thus put upon him, he is sometimes obliged to accede to the demands of the ryots and to forego claims which he would have been able to establish under a more expeditious legal procedure, or he is forced to borrow money at ruinous rates of interest to enable him to meet the Government demand.

4. These considerations induced Sir Richard Temple, shortly before he made overcharge of the administration of these provinces, to record a Minute, in which he recommended that the portion of the Bill already submitted to the Government of India which relates to the realization of undisputed rents should at once be proceeded with, leaving the more difficult and intricate question of the enhancement of rents to be considered hereafter. The provisions referred to are contained in section 9 of the Bill which was forwarded with my letter No. 3200, dated the 8th December 1876. A copy of the Minute dated the 5th January 1877 is herewith submitted.

5. The Lieutenant-Governor desires to support this recommendation. While Mr. Eden is not prepared at present to take up the question of defining the principles upon which rents should be enhanced, he is quite satisfied that something must be done without delay to improve the system under which the zemindars can now legally recover their rents. Complaints have reached him from every part of the country of the difficulty and delay which exist under the present procedure, and both officials and nonofficials are agreed that the system requires an immediate reform.

6. There is another consideration which appears to the Lieutenant-Governor to afford an additional argument in favour of the proposed legislation. The zemindar is already required to pay into the treasury the amount due as road cess (under Act X (B. C.) of 1871) upon his estate, and he is entitled to recover one-half of the amount from his subordinate tenure-holders and ryots under the procedure in force for the realization of arrears of rent. In the two Bills now before the Bengal Legislative Council, the Bill for the levy of a cess for Provincial Public Works and the Bill for the levy of a rate upon Irrigated Lands, it is proposed to collect the rates through the agency of the zemindars, in the same manner as the roadcess is collected at present. But it is clear to the Lieutenant-Governor that, if responsibilities of this kind are thrown upon the land-holders, the Government is bound in equity to give them corresponding facilities for realizing the amounts which they are entitled to recover from the ryots.

7. The scheme in question provides for the summary disposal of suits for rent by the Revenue authorities, where the claim is undisputed, and the trial of the suit, as at present, by the Civil Court, where it is contested. Precautions would be taken to prevent false claims being brought forward under the procedure now recommended for adoption. It is to be observed that in the great majority of cases the claims for rent are undisputed; but that even in these cases the ryots frequently refuse to pay, except under process of court, partly in order to avoid demands for illegal cesses and partly to secure proper receipts for their payments. It appears advisable to provide that the more summary process now suggested should be applicable only to cases in which former payments at the same rates have actually been made or decreed, and that penalties should attach to the submission of false returns in support of such claims. If, with these precautions against abuse, the procedure recommended in Sir Richard Temple's Minute were adopted, the Lieutenant-Governor believes that the great bulk of the rent suits would disappear from the moonsifs' files. Some classes of cases which involved questions of title, or of a right to enhance, would still be tried in the civil court, which is the proper tribunal for the determination of such questions: but the majority of suits, in which the only issue is the question of fact whether payment of rent at an admitted rate has been made or not, would be decided in the court of the Collector on the admission of the ryot.

8 The proposal of Sir Richard Temple to make the right and interest of an occupancy ryot liable to sale for default, and also transferable by private agreement, was objected to by the Government of India, on the ground that in the interest of the cultivating classes it was desirable to place some restriction on the transfer of land, and to prevent the ownership from falling into the hands of those who would not be likely to prove good landlords.

The Lieutenant-Governor now desires to ask that this decision may be reconsidered. He believes that the objections to the sale of land in execution of degrees, though in other parts of India they may be entitled to weight, are altogether inapplicable to Bengal; and in this particular instance he believes that it would be acceptable to both parties interested in the question, if the Legislature were to attach a right of transfer to an occupancy tenure. At present such a tenure is in some few cases transferable by local custom. But in the great majority of cases, if an occupancy ryot is evicted, or gives up his holding, the tenure simply reverts to the zemindar, who can dispose of it as he pleases. To make the tenure saleable would be an undoubted advantage to the ryot, who is at present sometimes compelled to sacrifice a valuable right without receiving any money equivalent. It would raise and strengthen the character of the tenure, and the occupancy ryot would approximate to the position of a small talookdar. On the other hand, it would frequently be a convenience to the zemindar to be able to realize arrears of rent by the sale of the tenure instead of resuming direct possession of the land. It may be added that there appears no ground for apprehending that this measure would have the effect of transferring the land to classes whose ownership it might not be thought desirable to encourage. It is probable that in most cases the occupancy right would be purchased by ryots of the same class and position as the former tenant. The occupancy ryot is, by the nature terms of his holding, a resident cultivator, and to render his tenure saleable would involve nothing more than the possibility of its transfer from one resident cultivator to another.

10. It appears to the Lieutenant-Governor that a decree for rent should cover every right and interest in land of which the judgment-debtor may be possessed, and that the question of the sale of tenures in execution of decrees should rest where it has been placed by the Civil Procedure Code, which has lately passed into law. There seems no valid reason for making the tenure of an occupancy ryot an exception to the ordinary rule.

11. For these reasons the Lieutenant-Governor desires to request the sanction of His Excellency in Council to the introduction into the Bengal Legislative Council of a Bill to provide a more speedy procedure for the realization of rents in uncontested cases. The Bill would be based upon the 9th section of the draft Bill which has already been submitted to the Government of India; but it would contain two additional clauses,—one providing that no claims shall be admissible under the Bill except on proof that rents at the same rate have actually been paid in former years, and the other enacting that the right and interest of an occupancy ryot shall be liable to sale in execution of a decree, and shall also be transferable by private agreement.

12. The Lieutenant-Governor wishes to be able to lay this measure before the Legislative Council during the present summer, and he would therefore ask to be favoured with early orders of the Government of India.

I have the honor to be,

SIR,

Your most obedient servant,

H. J. REYNOLDS,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

The following is the telegraphic summary of the week:—

London, 17th April.

Mr. Layard has embarked at Brindisi for Constantinople. In the Commons Mr. Bourke, replying to a question, said that no treaty existed guaranteeing the neutrality of Roumania which the European powers considered a part of Turkey.

Simla, April 17th.

Since the death of the Envoy from Cabul, the Conference at Peshawur was closed without any definite change of relations between the Government of India and Cabul.

For sometime past a fanatical feeling has been stirred up at Cabul, arising, it is believed, from events in Europe, but otherwise there is no groundwork for the disquieting rumours spread by irresponsible people.

The frontier is quiet, and events beyond it are not likely to disturb its peace and security.

St. Petersburg 18th April.

The situation here remains unchanged meanwhile active warlike preparations continue. The Czars starts for Kischeneff to-night to inspect the Russian army, His Majesty will not however take part in the expected Campaign.

Abdul Kerim Pacha and the chief of the Turkish Staff are at Roubchoux (Sic).

Berlin, 18th April.

Semi-official correspondenz of Berlin states that since no hope is entertained of averting war the powers will endeavour to localise it.

St. Petersburg, 18th April.

A circular despatch has been issued by Prince Gortschakoff justifying a proclamation of war.

An Imperial manifesto is expected before hostilities commence.

Constantinople, 18th April.

The expulsion of Russian Subject from Turkey is expected. The Russian Embassy leaves here next week.

Vienna, April 19.

The Roumanian troops are concentrating at Kalafat, which the Turks are expected to occupy.

London, April 19.

In to-day's sitting in the House of Lords a debate took place on a motion of Lord Stratheden for the producton of paper sin connection with the Eastern question, during which Lord Derby hinted that no hope is entertained of averting war between Russia and Turkey and that England whilst wishing not to intervene in the struggle would nevertheless reserve to herself the right to protect English interests.

Vienna, 19th April.

The Roumanian army is being mobilized. It is stated Austria will occupy Bosnia and Herzegovina when the Russians cross the Danube.

St. Petersburg, 20th April.

The Czar has started for Kischeneff, and returns here on the 30th instant.

St. Petersburg, April 22

The Czar has arrived at Kischeneff and reviews the Bessarabian army on Tuesday, when it is expected that the declaration of war will be made.

London, 23rd April.

In the House of Commons this evening, the Hon'ble R. Bourke, in reply to a question, said that the Russian Charge d' Affaires at Constantinople had broken off diplomatic relations with the Porte, and leaves the Turkish Capital this evening.

Constaninople, 23rd April.

The Porte has requested Prince Charles to act with the forces under Abdool Kerim Pacha, and to prevent the passage of the Russian army across the Danube. The Sultan will command the Turkish army in person against the Russians. A detachment of Russian troops arrived at Bucharest this morning,

St. Petersburgh, 24th April.

The Czar reviewed the Russian army at Kischeneff yesterday; when he addressed the troops urging them to deed of bravery and hoping for a speedy and glorious return to their native country. A circular despatch from the Russian Government justifying proclamation of war was delivered to the powers yesterday.

Constantinople, 24th April.

The Russian Charge d' Affaires has left.

Printed and published by C. N. Ro Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcut

গমন করিতে সাহস করিতে পারিতেন না, এখন সে সমূদয় কুর্তীর চিহ্নও নাই, ছাকিমেরাও কি বুঝেন না যে তাহাদের সেকালের প্রভুত্বও এইরূপ হ্রাস হইয়াছে। কাকুড সাহেব অবিচার কারিয়া ভিতিয় চেন কি পাইয়াছে, ক্লে ও ডোনাল্ড প্রভৃতি সাহেবের ও তাহাদের কার্য্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন কি কিছু লাভ করিয়াছেন তাহাও তর্কের বিষয়; গবর্ণমেণ্ট এরূপ অবিচারের প্রশ্রয় দিয়া কেবল বিচারপতিদিগের পদগৌরব লঘু করিতেছেন না, কেবল ইংরাজ জাতির কলঙ্ক করিতেছেন না, ইহাতে আর একটি অন্যায় হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের আস্থা কমিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের উপর আস্থা না থাকিলে প্রজার বিশেষ ক্ষতি, বিশেষতঃ যেখানে রাজশাসনে প্রজার কোনরূপ অধিকার না থাকে, তবে ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও ক্ষতি আছে। প্রজার আস্থা না থাকিলে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের অনেক সদাভিপ্রায় বিপরীত অর্থ করে। ইংলণ্ড গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত প্রতি কার্য্যে কিছু না কিছু কষ্ট ভোগ করেন এবং বিচারপতি সাহেবদের অবিচারে ও অত্যাচারে গবর্ণমেণ্টের এই কষ্ট হয়ত আরো দিন দিন বৃদ্ধি হইবে।

হীরালাল। ইতিহাস-মূলক নাটক। মাধব মোহিনী ও চন্দ্ররোহিনী প্রণেতা শ্রীগজপতি রায় প্রণীত। যাঁহারা মাধব-মোহিনী ও চন্দ্ররোহিনী এই দুই নবন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত লেখকের রচনা ও গল্পের পরিপাট্য অবগত আছেন। আমরা এই নাটক খানিকে অভিনয়োপযুক্ত উচ্চ শ্রেণীর নাটক মধ্যে গণনা করিতে সঙ্কুচিত হই না। ইহার কল্পনা ও রচনা চাতুর্য্য অতি উৎকৃষ্ট। ইহার অভিনয় যে সহজেই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোহরণ করিবে, এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। আমরা অবগত হইলাম বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা এবার এই নাটকের অভিনয় করিবেন। এবং তাহা হইলে সকলে ইহার গুণাগুণ স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

বোধ হয় এতক্ষণ রুশ ও তুর্কির মুসলমানে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। গত কল্য যুদ্ধ সম্বন্ধে এই কয়েকটি তারের সম্বাদ প্রকাশিত হয়।

কনেস্টেণ্টিনোপেল, যাহাকে মুসলমানেরা রুম সহর বলেন, সেখানে ইংরাজদিগের পক্ষীয় যে দূত আছেন তিনি সুলতানকে বলিয়াছেন যে, তিনি যখন রুশীয় সম্রাটের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন নাই, তখন যুদ্ধ হইলে ইংরাজেরা তাঁহার সাহায্য করিবেন না। সুলতান বোধ হয় ইহাতে ভীত হন নাই। তিনি স্বয়ং সেনাপতির পদে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়াছেন। সুলতান তাঁহার অধীনস্থ প্রিন্স চার্লসকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তিনি আবদুল করিম পাশার সঙ্গে একত্র হইয়া যাহাতে রুশেরা ডেনিউব নদী অতিক্রম করিতে না পারে এই রূপ বন্দোবস্ত করেন। ২৩এ আপ্রিল তারিখে বুচারেস্ট নামক স্থানে রুশ সৈন্যদল উপস্থিত হইয়াছে।

রুশ সম্রাট গত কল্য কিসিনার্ক স্থানে যে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা দর্শন করেন। তিনি সেখানে সৈন্যদিগকে যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্বোধন করণ উপলক্ষে ভরসা করেন যে তাহাদিগকে বীরের ন্যায় শত্রুকে পরাস্ত করিয়া সত্বর গৃহে আগমন করিবে। রুশ সম্রাট একটী সরকুলার প্রচার করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে প্রতীতি জন্মাইতেছেন যে সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে তাহার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

কলিকাতায় যে সকল জমিদার আছেন তাঁহাদের আর একটি কাজ বাড়িল। ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের মতে কলিকাতার কলেক্টরিতে বাটী ও জমি রেজিষ্টারী করিতে হইবে। রেজিষ্টারি করার ফারম কলেক্টরিতে পাওয়া যাইবে। আগামী ৩০এ এপ্রেলের মধ্যে বাটি ও জমি রেজিষ্টারী করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের নিয়োগ।

আটিয়ার ডেঃ মাঃ ওডনেল সাহেব বেতিয়ায় বদলী হইলেন। আরমষ্ট্রং সাহেব মেদনীপুরের জঃ মাঃ হইলেন। চট্টগ্রামের ব্যাডকক সাহেব বাখরগঞ্জের সদরে বদলী হইলেন। ময়মানসিংহের আঃ মাঃ জি, ডি, আণ্ডারসন সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত আটিয়ায় নিযুক্ত হইলেন। ঢাকার আঃ মাঃ আর, এইচ, আণ্ডারসন ময়মানসিংহের সদরে বদলী হইলেন। ময়মানসিং কিশোরগঞ্জের ডেঃ মাঃ বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত বাখরগঞ্জের অধীন পটুয়াখালীর ভার প্রাপ্ত হইলেন। ময়মানসিংহের মাজিষ্ট্রেট পসি সাহেব ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন। সি, পি, এল, মাকলে বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী হইলেন। ২৪ পরগণার জাঃ মাঃ এইচ,২ রিসলী বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হইলেন। হুগলির ডেঃ মাঃ বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বসু হাবড়ায় বদলী হইলেন। বীরভুমের ডেঃ মাঃ বাবু গৌরদাস বসাখ হুগলীতে বদলী হইলেন। মেদিনিপুরের ডেঃ মাঃ বাবু দ্বারকা নাথ সেন বীরভুমে বদলী হইলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আঃ সেক্রেটারী স, ই, বাকলাণ্ড বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের আঃ সেঃ হইলেন এবং সি, পি, এল মেকালে তাঁহার স্থানে বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আঃ সেঃ হইলেন। খুলনার ডেঃ মঃ বাবু দীন নাথ মুখর্য্যে যিনি এক্ষণ ছুটিতে আছেন, হাজারীবাগে স্থাপিত হইলেন।

রাণিগঞ্জের আঃ সারজন মহেন্দ্র লাল বসু কান্দি ডিস্পেন্সারীর ভার প্রাপ্ত হইলেন। কান্দির আঃ সারজন হরি নারায়ণ বাড়ুয্যে রাণিগঞ্জের ভার প্রাপ্ত হইলেন। সারজন বঙ্কু বিহারী গুপ্ত শ্রীরামপুরের সিবিল সারজনের কার্য্য করিবেন।

নিম্ন লিখিত সুবরডিনেট জজদিগের পদোন্নতি হইয়াছে। মজফরপুরের ডাকোষ্টা সাহেব প্রথম শ্রেণীতে, ত্রিপুরার বাবু উমাচরণ কাস্তগিরি দ্বিতীয় শ্রেণীতে; ২৪ পরগণার বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীল, সাহাবাদের মৌলবী মাহম্মদ নুরুল হোসেন ও পাটনার বাবু রাম প্রসাদ তৃতীয় শ্রেণীতে; ময়মানসিংহের বাবু মন্মুলাল চট্টোপাধ্যায়, ঢাকার বাবু পরেশ নাথ বন্দোপাধ্যায়, এবং ২৪ পরগণার বাবু কৃষ্ণ মোহন মুখর্য্যে, চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন। নিম্ন লিখিত সুবরডিনেট জজগণ নিম্ন লিখিত স্থান সমূহে স্থাপিত হইলেনঃ—বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু কৃষ্ণনগরে, বাবু দিগম্বর বিশ্বাস হুগলীতে, বাবু ভূপতি রায় বর্দ্ধমানে, বাবু পরেশ নাথ বাড়ুয্যে হুগলীতে, এবং বাবু অমৃত লাল চাটুয্যে ঢাকায়। বাবু কৃষ্ণ মোহন মুখর্য্যে ২৪ পরগণা, নদিয়া, ও মেদিনীপুরের অতিরিক্ত সুবরডিনেট জজ হইলেন। বাবু গিরিশ চন্দ্র চৌধুরী মুরশিদাবাদের স্মলকজকোর্টের জজ হইলেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফগণের পদোন্নতি হইয়াছেঃ—বাবু নফর চন্দ্র ভট্ট, বাবু গিরিশ চন্দ্র চৌধুরী ও বাবু কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীতে; বাবু অম্বিকা চরণ ঘোষ, বাবু কালি চরণ ঘোষাল, বাবু হর গোবিন্দ মুখর্য্যে, বাবু দেবেন্দ্র লাল সোম, মৌলবী সা লুতাফত হোসেন ও বাবু করুণা ময় বাড়ুয্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন লিখিত স্থান সমূহে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন। বাবু জানকী নাথ দত্ত আলীপুরে, বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ ফিরোজপুরে, বাবু যদু নাথ ঘোষ চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাওজানে, বাবু বেচারাম মুখর্য্যে ত্রিপুরার ও বাবু লোক নাথ নন্দী বজ্রপুরে। কৃষ্ণনগরের একটিং মুন্সেফ বাবু বেণী মাধব মিত্র উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন। আলিপুরের মুন্সেফ বাবু দিনেশ চন্দ্র রায় বসিরহাটে বদলী হইলেন। গোয়ালন্দের একটিং মুন্সেফ বাবু কেদার নাথ মজুমদার ও নড়াইলের একটিং মুন্সেফ বাবু তারা প্রসন্ন বাড়ুয্যে উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট ও সংকৃত রত্নাভরণ প্রভৃতি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যা ভিধান, অপর বিবিধ কোষ এবং চরকাদি গ্রন্থ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্য সমস্ত, রোগ, শারীর যন্ত্র ও মান পরিভাষা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী বিষয় সমস্তের নাম, লিঙ্গ ও অর্থ ইত্যাদি এবং সুশ্রুতোক্ত গণ এবং উহাদিগের গুণ প্রভৃতি সংগৃহীত ও আকারাদি ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২ মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

সভাবাজার রাজবাটী।

ডাক্তার ফকিরচাঁদ বসুদেবের অবধৌতিক জ্বরাঙ্কুশ রস
মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা
ঐ গ্রহণী রোগের বটীকা
মূল্য ১২ বটীকা টাকায়
ঐ আমরক্ত রোগের মহাচূর্ণ
মূল্য ১২ পুরিয়া টাকায়

এই জ্বরাঙ্কুশ রস সকল প্রকার জ্বরে ও জ্বরের সকল অবস্থায় অদ্ভুত উপকারী। ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে ধন্বন্তরি। আমরক্ত ও গ্রহণী রোগের পক্ষে বটীকা ও চূর্ণ সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

সেবনের ও পথ্যের নিয়ম ঔষধ সম্বলিত ছাবার কাগজে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব
বোস দাসের ডাক্তারখানা
৫৪ নং সভাবাজার ষ্ট্রীট
হাটখোলা
কলিকাতা।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বাউড়িয়ার বাজার (হাট) এবং পুষ্করিণী বা ঝিলের মৎস্য নিলাম স্থগিত থাকায় আগামী শনিবার ২৮এ তারিখে বেলা ৩ টার সময় স্থির করা গেল।

আর মাকালিটার কোং
সেক্রেটারি
বাউড়িয়া কটন মিল্স কোম্পানি লিমিটেড।

সংবাদ।

—অষ্ট্রেলিয়ায় রাউসন নামক এক জন সাহেব একটি অভিনব প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এক্ষণ সপ্তাহে সাত দিন আছে, কিন্তু উহা কমাইয়া পাঁচ দিন করিলে অনেক সুবিধা আছে। তিনি বারের নাম সমদয় উঠাইয়া এক দিন দুই দিন এই রূপ নাম দিতে প্রস্তাব করেন। রাউসন সাহেব বলেন যে, তাহার বিলক্ষণ আশা আছে যে, কালে তাহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে।

—ইউরোপে ইতিপূর্ব্বে সকল স্থানে ডিউয়েল প্রেহইত। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পরস্পর কোন রূপ বিবাদ হইলে তাঁহারা পরস্পর বন্দুক কি অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা সংঘাতিক রূপে যুদ্ধ করিতেন। এই যুদ্ধকে ডিউয়েল প্লে কহে। ইউরোপের অনেক স্থান হইতে এই ডিউয়েল উঠিয়া গিয়াছে। ফ্রান্সে অদ্যাপি ইহা প্রচলিত আছে। ফ্রান্সে চেম্বার অব ডিপুটীশ নামক সভাতে সম্প্রতি তর্ক উঠিয়াছে যে, উক্ত দেশে ডিউয়েল রাজাজ্ঞা দ্বারা উঠান উচিত কিনা। সভ্যেরা এ সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে বোধ হয় ইহা রাজাজ্ঞা দ্বারা নিবারণ হইবে না। এই ডিউয়েল প্লে সম্বন্ধে ফ্রান্সে সম্প্রতি একটী ঘটনা

উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে যে, ডিউয়েল সম্বন্ধে ফারাশিদিগের কিরূপ মত। এক জন বৃদ্ধ ধর্ম্ম যাজকের নিকট এক জন যুবা ধর্ম্মযাজক আসিয়া বলেন যে, তিনি একটী গোলযোগে পড়িয়াছেন এবং তাহা হইতে উদ্ধার হইবার এক মাত্র উপায় ডিউয়েল, তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে তাহার এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক রাগত হইয়া বলেন যে, তিনি ডিউয়েল প্লে করিয়া আগমন করিলে ইহার উত্তর পাইবেন। ফ্রান্স স্বাধীন, সবল, ও সভ্য এই রক্ষা, নতুবা আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল হইলে হয় ত ইউরোপীয় কোন কোন প্রবল জাতি ডিউয়েলকে ভীষণাকারে বর্ণন করিয়া ফ্রান্সের অধঃপতনের যত্ন করিতেন।

—আমরা হিন্দুহিতৈষিণী হইতে অবগত হইলাম যে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ঘন২ ঝড় বৃষ্টি হইতেছে। উক্ত পত্রিকা বলেন "কার্ত্তিক মাসের ঝড়ের পরে এতঞ্চলে প্রায় প্রতি মাসে ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে। গত চৈত্রমাসে কয়েক বার অপরিমিত শীলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি ঝড় বৃষ্টির বিরাম নাই। গত ১৯ এ চৈত্র শনিবার এক ঝড় হইয়া বিক্রমপুরের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করিয়াছে। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন পঞ্চসার গ্রামের আচার্য্যপল্লীর ছয়বাটীর ২৫ খানি গৃহ পতিত হইয়াছে। এক বাটীর একখানি মাত্র ঘর ভূশায়ী হয় নাই কিন্তু তাহাও বাস যোগ্য রহে নাই। গৃহের চাল গুলি বায়ু শক্তিতে উড্ডীন হইয়া বহুদূরে নিপতিত ও বড়২ বৃক্ষসকল ভূতলশায়ী হইয়াছে। উক্ত পল্লীতে অপতিত বৃক্ষ অল্প আছে। বৃদ্ধ রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহের নীচে পতিত হইয়া জীবনত্যাগ করিয়াছেন। ঝড় রাত্রি যোগে হইলে আরো লোক নষ্ট হইত। একটী স্ত্রীলোক কি রন্ধন করিতেছিল, হঠাৎ ঝড়ে গৃহ পতিত হওয়াতে তাহা জ্বলিয়া উঠে। সেই অগ্নিতেই স্ত্রীলোকটী পুড়িয়া মরিয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রামে আরো কতকগুলি এবং বল্লাল বাটীতেও প্রায় ৬০। ৭০ খানা গৃহ পতিত হইয়াছে। প্রতিদিবস ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে লোকের ভয়ানক ক্ষতি ও কষ্ট হইতেছে। মাদেরিপুরের একটী কৃষক ঝড় এবং শীলা বৃষ্টিতে প্রান্তরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ক্ষেত্র চাষ না করিতে করিতেই তাহা জলপ্লাবিত হইতেছে; রৌদ্র হইলে ও কোন২ ক্ষেত্রের জল আর শুষ্ক হইবার আশা নাই। গত সোমবারও এতঞ্চলে শীলা বৃষ্টি হইয়াগিয়াছে আবার কোন২ স্থানে ইন্দ্র ধনুর ন্যায় নানা বর্ণ রঞ্জিত শীলাবর্ষণ হইয়াছে; তরকারি এবং অন্যান্য কৃষির আশা মাত্র নাই। কৃষকেরা ঘরে বসিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছে, ১২৮৩ সন অতি বৃষ্টির বৎসর গিয়াছে। কিন্তু ৮৪ সন ও সে বিষয়ে ন্যূন হইবেন এরূপ বোধ হইতেছে না।"

—ভারতবর্ষবাসী হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন এবং এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা সুযোগ পাইলে পৃথিবীর যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সঙ্গে যে কোন বিষয় প্রতিদ্বন্দী হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারেন এবং যদিও ইউরোপীয় রীতি নীতি হইতে ইহাদের রীতি নীতি স্বতন্ত্র তথাচ ইহারা অসভ্য নহেন এটি ইংলণ্ডবাসীরা জানেন কি না তাহা আমরা জানি না। এটি জানা কিন্তু তাঁহাদের স্বার্থ নহে। ইহা স্বীকার করিলে তাঁহারা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হন। স্বার্থপর ইংরাজ জাতির ইহার বিপরীত জানাই সম্ভাবনা। অন্ততঃ ইহার বিপরীত সম্বাদ তাহারা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেন, তাহার কোন ভুল নাই। এই নিমিত্ত এদেশ হইতে ইংলণ্ডে যাহারা গমন করেন, তথায় গমন করিয়া তাহারা বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান না করুন এরূপ কোন কার্য্য না করেন যাহাতে ভারতবর্ষবাসীদের কোন রূপ কলঙ্ক হয় তাহা হইলেও দেশের মঙ্গলের বিষয়। ইংলণ্ড গমন করা এখন নিতান্ত ব্যয় সাধ্য, সুতরাং যাহারা গমন করেন তাহারা প্রায়ই সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ। এরূপ পরিবারে যাহারা জন্ম গ্রহণ করেন তাহারা সহজে দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন না। আবার এ পর্য্যন্ত এখান হইতে যাহারা গিয়াছেন তাহারা প্রায় বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার এখানে শিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া গিয়াছেন, এবং এ পর্য্যন্ত এ দেশ হইতে যাহারা বিদ্যালয়ে গমন করিয়াছেন তাহাদের অনেকে, বিশেষতঃ হিন্দুরা, ভারতবর্ষবাসীদের বিদ্যা বুদ্ধির অনেক পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুরা যে রূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যদি ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য জাতীয় যাহারা ইংলণ্ডে গমন করেন তাহারা ও সেখানে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন হন, তাহা হইলে ইংলণ্ড নিজের স্বার্থের নিমিত্ত আমাদিগকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত এদেশ হইতে যত হিন্দু বিলাতে গমন করিয়াছেন তাহাদের সকলেই সেখানে গিয়া বিদ্যা বুদ্ধির ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, ইহারা এ পর্য্যন্ত এ রূপ কোন কাজ করেন নাই যাহাতে হিন্দু কুলের কলঙ্ক হয়, কিন্তু মুসলমানেরা ইংলণ্ডে গমন করিয়া কিছু ক্ষতি করিতেছে। মুসলমানদিগের ইংলণ্ডে গমন করা তত কঠিন কাজ নহে। তাহারা অনেকে সাহেবদিগের ভৃত্য হইয়া ইংলণ্ডে গমন করে। এ সমুদয় লোক মুসলমান সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর অশিক্ষিত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত। ইহারা অনেক সময় ইংলণ্ডে গমন করিয়া অনেক সময় মুসলমান সমাজকে ঘৃণিত করে। সম্প্রতি মাহামুদ নামক এক জন মুসলমান লইয়া ইংলণ্ডে ভারি গোলোযোগ হইতেছে। সে এ পর্য্যন্ত অন্যূন এক শত বার নানা অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে। শেষ বার মাজিষ্ট্রেটেরা তাহাকে এক বৎসরের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা দেন, কিন্তু সে বিচারপতির কাছে বলে যে সে অনেক বার ১২ মাস ফাটক খাটিয়াছে; এবার তাহাকে কিছু দিন অধিক কারাবাসের আজ্ঞা প্রদান করা হয়। যদিও এ ব্যক্তি হয় ত এক জন অতি নিকৃষ্ট মুসলমান, হয় ত ইংলণ্ডের বদমাইসদিগের সমাজে পড়িয়া সে আরো জঘন্য হইয়াছে; তথাচ প্রয়োজন হইলে এই মুসলমানের উদাহরণ দ্বারা ইংরাজেরা ভারতবর্ষবাসীদিগের অনিষ্ট করার যত্ন করিবেন।

—হাইদ্রাবাদে ডাক্তার জনসন নামক এক ব্যক্তিকে এক জন আরব হত্যা করার যত্ন করে। এই আরব ধৃত হইয়া রাজ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছে। নিজামের বিচারালয়ে ইহার বিচার হইতেছে। এই ব্যক্তি বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে বিচারপতি আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং বিচারপতি আসামীকে নমস্কার করেন ও আসামী বিচারপতিকে নমস্কার করে। এই রূপ পরস্পর নমস্কারাদি হইয়া গেলে বিচারপতি আসামীকে সঙ্গে লইয়া বিচারালয়ের সংলগ্ন একটী গৃহে গমন করেন। এ সম্বাদটী পাঠ করিয়া ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষবাসীরা তত আশ্চর্য্য হইবেন না; কারণ এখানে অনেক সময় আসামীকে ইংরাজ বিচারপতিরা এই রূপ সম্মান করিয়া থাকেন। ইংরাজ আসামী হইলে বোধ হয় এখানে সকল আদালতে তাহাকে আসন প্রদানের রীতি আছে, ইংরাজ বন্দীরাও কারাগারে সুখে সচ্ছন্দে অবস্থিতি করে, আবার অনেক সময় ইংরাজ আসামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিচারপতিরা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমানের রঘুনাথ হাজারার মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত প্রস্তাব গুলি যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে, কোর্ট, হ্যাট থাকিলে এ দেশে বিচারের কত সুবিধা। এবং রঘুনাথ বাবুর মোকর্দ্দমার ন্যায় এদেশে কত মোকর্দ্দমা হইয়াছে তাহার ঠিকানাও নাই।

—কাশ্মীরের মহারাজা স্বদেশে দ্রাক্ষার আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই দ্রাক্ষা দ্বারা মদ প্রস্তুত করিয়া তিনি রাজস্ব বৃদ্ধি করিবেন। আবার জয়পুরের মহারাজা তাড়ীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। যদি এই দুই জন রাজার রাজ্যে কোন গতিকে দশটী হত্যা হইত তাহা হইলে ইংলিশ গবর্ণমেন্ট ইহা লইয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। যদি তাঁহারা পাঁচ জন দাস কি দাসী ক্রয় করিতেন তাহা হইলে হয় ত এত ক্ষণ ইঁহারা সিংহাসনচ্যুত হইতেন। কিন্তু এই দুই জন রাজা দেশের মধ্যে যে এই রূপ ভয়ানক অনিষ্টকর দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিতেছেন ইহাতে ইংরাজেরা কোন রূপ দোষ বোধ করেন না। ইহাতে দোষ বোধ করিলে পূর্ব্বে আপনাদের দোষ সংশোধন করিতে হয় কিন্তু ইংলিশ গবর্ণমেন্ট ইহাতে দোষ বোধ না করুন, জয়পুর ও কাশ্মীরে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ত আছেন। ইঁহারা কি এই অনিষ্টকর দ্রব্যের দ্বারা কত অনিষ্ট হইবে তাহা রাজাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন না? কাশ্মীরে বটে বাঙ্গালী বাবুর কোন রূপ আধিপত্য নাই, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি জয়পুরের রাজা নিজে বুদ্ধিমান এবং তিনি বাঙ্গালী মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণার অবাধ্য নহেন, তবে তিনি কেন এরূপ গর্হিত কার্য্য করেন? হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী রাজাদিগের অন্ততঃ বিবেচনা করা উচিত যে, মাদক দ্রব্য দ্বারা ছাপ্পান্ন কোটী যদু বংশ উচ্ছিন্ন গিয়াছিল।

—ইংলিশম্যান একটী সুন্দর নিয়ম প্রবর্ত্তনা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ইংলণ্ডে নিয়ম আছে যে যদি কোন মাদক বিক্রেতা মদ পান করিয়া মাতাল হইয়াছে এরূপ ব্যক্তিকে আবার মদ প্রদান করে তবে তাহার শাস্তি হয়, ভারতবর্ষেও এইরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। এরূপ নিয়ম করিলে যে বিশেষ মঙ্গল হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, তবে এদেশে দোকানে গমন করিয়া যাহারা মদ পান করে, তাহা অপেক্ষা ঘরে বসিয়া মদ পান করিয়া অনেকে মাতাল হয়, সুতরাং এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তনা দ্বারা মাতলামি দ্বারা এদেশে যত অনিষ্ট হইতেছে তাহার কিয়দংশ ভিন্ন অধিকাংশ নিবারণ হইবে না।

—এক জন ইংরাজ ইতর প্রাণীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি আপাতত শিশু বনমানুষদিগকে কথা কহাইবেন তাহারই যত্ন করিতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক গুলি বিদ্যালয় আছে, যেখানে বধির ও বোবাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহারা যে প্রণালীতে শিক্ষা পায়, ইনি সেই প্রণালীতে বন মানুষদিগকে শিক্ষা দিয়া বাকস্ফূর্ত্ত করাইবেন স্থির করিয়াছেন। মনুষ্যের হৃদয়ে বিধাতা কি অদ্ভুত স্পৃহা ও ভাবের সৃজন করিয়াছেন তাহা আমরা চিন্তা করিতেও পারি না। যে ইংরাজেরা দাস ব্যবসা উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত ঝাঞ্জিবারের সুলতানের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার উদ্যোগ করেন, তাহারাই আবার যখন আমেরিকাতে দাস ব্যবসা উঠাইয়া দেওয়ার যত্ন হয় তখন তাহার বিপক্ষাচরণ করেন, আবার যাহারা সুযোগ পাইলে অত্যুন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত তাহাদিগকে পদতলে রাখা ইহাদের জীবনের একটি প্রধান ধর্ম্ম। যাহাদের রাজ্যে প্রজারা নানাবিধ উৎপীড়ন রাত্রি দিন সহ্য করিতেছে, সার্বিয়া ও মন্টিনেগোমারির খৃষ্টানদিগের দুর্গতিদেখিয়া তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আবার পৃথিবীতে কত শত লোক সুযোগ অভাবে মুর্খ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বন মানুষদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া তাহাদের নিকট অধিক গুরুতর বোধ হইতেছে।

—লর্ড ডিউপ্লিন নামক এক জন ধনাঢ্য ইংরাজের প্লুটার্ক নামক একটী অশ্ব ছিল। এই অশ্বটী সম্প্রতি আর একজন লর্ড এক লক্ষ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছেন অনেক দিন হইল আমরা প্রকাশ করি যে, ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত লোকেরা শীকারী কুকুরের প্রতিপালন করিতে বৎসর যত টাকা ব্যয় করেন আমাদের দেশে বাঙ্গালার বড় মানুষদের তত টাকা আয় হয় [illegible] লক্ষ টাকা দিয়া যাহারা একটী অশ্ব ক্র[illegible]

পারেন তাহারা কি রূপ ধনী তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে এবং ইংলণ্ডে এই রূপ ধনী বিস্তর আছেন। যে দেশে এত ধন সে দেশের লোকে কেন নির্ধন ভারতবর্ষবাসীদের মুখের অন্ন উচ্ছেদ করিতে এখানে আগমন করেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না।

—আসিয়ায় যেরূপ এক এক দেশে এক এক রূপ আচার ব্যবহার ও পরণ পরিচ্ছদ এবং শারীরিক আকার অবয়বে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়, ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে সেরূপ নহে। এক জন রুশ এক জন ইংরাজ, এক জন জর্ম্মেনীয় এবং এক জন ফরাশী যদি এক স্থানে উপস্থিত হয় তাহা হইলে সহজে কেহ তাহাদের জাতি নির্ণয় করিতে পারিবে না, সকলকেই এক দেশবাসী বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ আকারের সৌসাদৃশ্য থাকাতে একটি বিপদ মাঝে২ উপস্থিত হইয়া থাকে। অনেক ইউরোপীয় সময় সময় শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করিয়া বিস্তর গোপনীয় কথা প্রকাশ করেন এবং এই রূপে রহস্য ভেদ হওয়াতে অনেক রাজ্যের পতন হইয়াছে। প্রসিয়ার হস্তে ফ্রান্সের পতনের এক মাত্র কারণ এই। যুদ্ধের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে প্রসিয়েরা ছদ্ম বেশে ফ্রান্সের এরূপ স্থান নাই যেখানে প্রবেশ না করে, উহার এরূপ বিষয় নাই যাহা তাহারা অবগত না হয়। এই রহস্য ভেদ না হইলে জর্ম্মেনী, সহসা ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হইত না। অনেকের বিশ্বাস যে অনেক রুশ এই রূপে ছদ্ম বেশে ব্রিটীশ রাজ্যে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশের মণ্ডরপির নামক স্থানে এক জন ইউরোপীয় পর্য্যটক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে ইনি এক জন রুশীয় গোয়েন্দা। রুশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ইংরাজদিগের বিবাদ হইবার যদিও অনেক সম্ভাবনা আছে কিন্তু সে সম্ভবনা অনেক দূরে, এই সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হইলে কত ইউরোপীয় ভ্রমণকারীকে গবর্ণমেণ্ট গোয়েন্দা মনে করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে অনুসরণ করিবেন তাহা বলা যায় না। কিছু দিন পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে, এক জন ইউরোপীয় সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া স্থল পথে রুশিয়াভিমুখে গমন করিয়াছে। এ সম্বাদটি সত্য কি না তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে রুশেরা গোয়েন্দা দ্বারা ভারতবর্ষের সমুদয় অবস্থা সংগ্রহ করিয়াছে।

—কি নিয়ম পালন করিলে ভারতবর্ষবাসীরা সবল ও সুস্থ হইতে পারে, মেডিকেল কালেজের পঞ্চম ও চতুর্থ বৎসরের ছাত্রদিগের মধ্যে যিনি এই সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে পারিবেন মহারাজা হলকর তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। কি নিয়ম পালন করিলে আমরা সবল সুস্থ হইব ইহা শরীর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কি রাজনীতিজ্ঞেরা ভাল জানেন এবং ইহাদের মধ্যে কাহার মত আমাদের গ্রহণ করা উচিত তাহা আমরা অনেক চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার একটি তালিকা দ্বারা প্রকাশ করি যে, ইউরোপে যত জাতি আছে সকলই ক্রমে দীর্ঘজীবী হইতেছে। আবার ইহাও আমরা অনেকবার লিখিয়াছি যে যেখানে ইউরোপীয় জাতি গমন করিয়া কঠোর নিয়ম সমুদয় প্রচলিত করিয়াছেন সে দেশ হইতে আদিমবাসীরা অন্তর্হিত হইয়াছে। অতএব এদেশের জল বায়ু অথবা কঠোর শাসনের দোষে আমরা ক্রমে দুর্ব্বল ও লোপ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা বলা যায় না।

প্রেরিত

পঞ্চাইত প্রণালী।

আপনকার পত্রিকাতে অবগত হইয়াছি যে ত্রিহুত বাবু লিখিয়াছেন যে পঞ্চাইত করিয়া কোন হওয়া তাঁহার মতে প্রীতিকর নহে। তিনি কোথা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের মতে এই নিয়ম অতীব হিতকর; কেননা গরিব লোকের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশের মূল হয়। তাহার কারণ এই যে অনর্থক বিবাদে সংলিপ্ত হইয়া এই সব দেশীয় লোকের অবস্থাতে মোকর্দ্দামা করা অতি দুরূহ ব্যাপার এবং অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে অনেক গুলি ধনী লোকও এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারি হইয়াছেন। দেশীয়দিগের মধ্যে কলহ ও বিবাদ সর্ব্বদা হইয়া থাকে। এখানকার অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অদ্যাপি এক রূপ বর্ব্বর প্রায় আছে; ইহাদের কোন্ বিষয়ে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে তাহা ইহারা স্বয়ং বুঝিতে পারেনা এবং বিবাদ উপস্থিত করিয়া শেষে রাজদ্বারে যাইলে পরিণামে যে কি হইবে তাহা কখনই পূর্ব্বে ভাবেনা।

ভাগলপুর জেলার মধ্যে নারেদিরে নামক একটী পরগনা আছে। ইহা আমাদের দরভাঙ্গা যুবরাজের রাজ্য। এক্ষণ কোর্ট অব ওয়ার্ডসে আছে। ইহার মেনেজমেণ্ট শ্রীযুক্ত মেজর মনি সাহেব করিতেছেন। এই পরগনাতে প্রজাদিগের মধ্যে যে সকল কলহ ও বিবাদ উপস্থিত হয় তাহার অধিকাংশ সব মেনেজারের নিকট নালিশ হইয়া থাকে। এবং সেই সকল কলহ ও বিবাদ মেনেজার সাহেবের আদেশ মত শ্রীযুক্ত সব মেনেজার সাহেব গ্রামীয় আসামী ও ফরিয়াদির অভিলষিত ৫। ৭ জন ভদ্রলোককে তাহার পঞ্চাইত করিয়া মীমাংসা করিতে আদেশ দেন এবং তাহারা পঞ্চাইত করিয়া আপন আপন রায় সব মেনেজারের নিকট পাঠাইয়া দেন। এবং ইহাদের রিপোর্ট অনুযায়ী আসামী ও ফরিয়াদিকে শুনাইয়া মীমাংসা করিয়া দেন। মহাশয় আদালতে যে জুরি প্রণালীর ব্যবহার আছে তাহাও এই মত এবং এই প্রণালীতে সমুদায় কঠিন২ মোকর্দ্দামা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। অতএব পঞ্চাইত প্রণালী যদ্যপি আমাদের সকল স্থলেই প্রচলিত হয় তাহা হইলে কত যে সুখদ তাহা বলা যায় না।

শ্রীবীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়
সিমরা ভগলপুর।

শ্রীধরপুরের বাবুরা।

যশোহর জেলার অন্তর্গত শ্রীধরপুরের জমিদার বাবু পঞ্চানন বসু ও বাবু ঈশর চন্দ্র বসু মহাশয়দিগের দানশীলতা ও স্বদেশহিতৈষিতা গুণে যশোহরের বহুল পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হইতেছে। অতি অল্প দিন হইল, এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের জীর্ণ সংস্কারার্থে এ জেলার আঢ্য সমুদয় জমিদারগণসমীপে প্রার্থনা করা হয় কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আর কেহই চিকিৎসালয়ের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করেন নাই। কেবল উক্ত বিখ্যাত বাবু দ্বয় এককালীন সাড়ে ছয় শত টাকা দান করিয়া আপনাদিগের দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কেবল এই দানটীই বাবু দিগের দাতৃত্ব গুণের পরিচায়ক নহে, তাঁহাদিগের দানশীলতা গুণের বহুবিধ উদাহরণ অমরা সর্ব্বদাই পাইয়া থাকি। তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজবাটীতে চিকিৎসালয় উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতি চালাইতেছেন। ভূতপূর্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাররিচার্ড টেম্পল মহোদয় যশোহরে শুভাগমন করিলে তাঁহার আগমন স্মরণার্থ অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী স্কুলে দুইটি বৃত্তি দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের হস্তে এককালিন চারি সহস্র টাকা দান করেন। এই যশোহর জেলায় পঞ্চানন বসু ও ঈশ্বর চন্দ্র বসু অপেক্ষা ধনাঢ্য জমিদার অনেক আছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে একটি প্রধান জমিদার ভিন্ন ইহাদিগের ন্যায় স্বদেশ অনুরাগী, সদ্গুণ গ্রাহী পরোপকারী ও দানব্রতে ব্রতী আর কেহ নহেন। এই জেলার সমগ্র জমিদারবর্গ যদি সৎকর্ম্মের পক্ষপাতী হইতেন তাহা হইলে যশোহর কত দিন একটী অভূতপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিত। এক্ষণে জগদীশ্বর সমীপে আমাদের প্রার্থনা যে উক্ত বসুদ্বয় দীর্ঘজীবী হইয়া আপনাদের সদ্ব্যয়ে যশোহর অলঙ্কৃত করেন, ও সদ্ব্যয়ের পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হইতে শীঘ্রই সম্মানসূচক কোন উপাধি লাভ করেন।

১৯ এপ্রেল ১৮৭৭। } শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, যশোহর।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রী, ঢাকা—বাঙ্গালীরা দেশ হিতৈষিতার ধুম ধাম করিয়া বেড়ান; কিন্তু কিসে প্রকৃত পক্ষে দেশের মঙ্গল হয় তাহা বিবেচনা করেন না। পত্রপ্রেরক বলেন যত দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের শারীরিক বল বৃদ্ধি না হইবে তত দিন দেশের প্রকৃত উপকার কিছুই হইবে না। শারীরিক বল আমাদিগের কেবল মাত্র অভাব নয়; আমাদিগের অনেকানেক গুরুতর অভাব আছে। কিন্তু এক্ষণকার প্রধান অভাব অন্ন। যত দিন না দেশের অন্নকষ্ট এবং অর্থাভাব দূর হইবে তত দিন অন্য উপায় নাই। ঢাকায় এক জন পদস্থ হাকীম আছেন। তিনি ইংরাজি পরিচ্ছদ, রীতি, নীতি, আহার ইত্যাদির নিতান্ত পক্ষপাতী; এবং বাঙ্গালিদিগকে ঐ সকল বিজাতীয় ব্যবহার অনুকরণ করিতে উপদেশ দেন তজ্জন্য পত্রপ্রেরক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা অনুকরণ করেন তাঁহারা বোধ করি মনে করেন না যে যাহাদিগকে তাঁহারা অনুকরণ করেন তাহারাই সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে অধিক ঘৃণা করে।

শ্রীনীলমণি লাহিড়ী, ধোবাখোলা—বিগত ২৫এ জানুয়ারি তারিখে পাবনার ডেঃ ইনেস্পেক্টর স্কুল পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। সে দিবস স্কুল বন্দ থাকায় ইনেস্পেক্টর বাবু বিরক্ত হইয়া শিক্ষককে ছাত্র সংগ্রহ করিতে বলেন। শিক্ষক কতিপয় ছাত্র জুটিয়া আনেন। পরে ইনেস্পেক্টর হিসাব দেখিতে চাহেন, তাহাতে শিক্ষক বলেন যে হিসাব সম্পাদকের নিকট আছে। এই কথা শুনিয়া বাবু রাগান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ছাত্র ছাড়িয়া শিক্ষককে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শিক্ষক তাহাতে অসম্মত হওয়ায় তাহাকে কটু কাটব্য বলেন এবং তাহার বিরুদ্ধে ইনেস্পেক্টরের নিকট লিখিয়া কএক মাসের বিল বন্দ রাখিয়াছেন। আমরা ভরসা করি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ইহার সবিশেষ তদন্ত করিবেন।

শ্রীদিগিন্দ্র নাথ বাগচী পাংশা—বৈরাগী, বৈষ্ণবী, ফকীর ও ফকীরনীদিগের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। পত্রপ্রেরক বলেন ইহারা জনসমাজের কলঙ্ক স্বরূপ এবং ইহাদিগের দ্বারা অনেক অনিষ্ট হয়; তজ্জন্য তিনি এতৎসম্বন্ধে একটী আইনের প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমরা সে প্রার্থনা অনুমোদন করিনা। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের সকল স্বত্বই কাড়িয়া লইয়াছেন, সমাজে আমাদিগের যে কিছু কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা আমরা স্বহস্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে চাহি না। সত্য, কুলটা বৈষ্ণবী এবং বলিষ্ঠ বৈরাগী দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট হয়; কিন্তু আমরা মনে করিলেই তাহা নিরাকরণ করিতে পারি। আমরা যদি অপাত্রে দান না করি তাহা হইলেই এই সমাজের কণ্টক তিরোহিত করিতে পারি।

জনৈক গ্রাম বাসিনঃ মুলজোড়—লিখিয়াছেন যে তথাকার সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ দ্বারা পল্লীবাসীদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার হয়। পত্রপ্রেরক কলেজের তত্ত্বাবধায়ককে অত্যাচার নিবারণ জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বুদবুদ অধীনস্থ প্রজা সমুহ—বুদ বুদের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু তথা হইতে বদলী হইবেন শুনিয়া নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন।

শ্রী ম, মজুমদার, পাজীয়া—বাবু কালী কৃষ্ণ বসুর দেশ হিতৈষীতা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন।

সাগর প্রকাশ—আমরা এবিষয় আর প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীরঘু নাথ দে, বিষ্ণুপুর পাঠশালা—সংবাদ পাঠাইলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

শ্রীনবদ্বীপ দাস, পণ্ডিত, গোপালপুর—লিখিয়াছেন যে গোপালপুরের ইংরাজি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের পারিতোষিক সভায় রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত হইয়া সভ্যদিগকে যথেষ্ট আনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। পুরস্কার সভায় বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় একটী সুললিত বক্তৃতা করেন। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের গত বর্ষের মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ তিনটি বালককে দশ টাকা পুরস্কার দান করিয়াছিলেন; পত্র প্রেরক তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। কুণ্ডীর ভূম্যধিকারী বাবু চন্দ্র মোহন ও মধুসূদন রায় চৌধুরী এবং বাবু কালীপদ চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত দানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যালয়কে কৃতজ্ঞতা পাশে সম্বদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীজানকীনাথ মঠ, শ্রীরামপুর—শ্রীযুত বাবু রসিক লাল বসুর সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন যে তিনি পূর্ব্বে সবর্ডিনেট জজ ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অধীনে খ্যাতি, প্রতিপত্তির সহিত কাজ করিয়া এক্ষণ পেন্‌সন লইয়াছেন। রসিক বাবুর যত্ন ও উৎসাহে মাহেশ গ্রামের বঙ্গ বিদ্যালয়, ডিসপেনসরী ও বসু পাড়ার রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি সময়ে২ অনাথদিগকে যথাসাধ্য দান করিয়া থাকেন। পত্র প্রেরক দুঃখিত হইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এযাবৎ কোন সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করেন নাই। পত্র প্রেরক বলেন ঈদৃশ দেশহিতৈষী ব্যক্তিকে রাজা উপাধি দেওয়া উচিত। রসিক লাল বাবু বিস্তীর্ণ রূপে সদনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই পুরস্কৃত হইতে পারিবেন।

শ্রীপাশকুড়া—আপনি এক জন ভদ্র লোকের পারিবারিক কুৎসা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে কাহারও উপকার নাই। বরং আপনার অনিষ্ট হইলেও হইতে পারে।

শ্রীশ্রীকণ্ঠ শর্ম্মা, জালশুকা—শৈলকুপার সব রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি দলীল রেজিষ্টরী সম্বন্ধে লোকের সহিত নিতান্ত ভদ্র ব্যবহার করেন না, আমরা ভরসা করি লোকের কষ্টনা হয় তৎপক্ষে সব রেজিষ্ট্রার বাবু যত্নশীল হইবেন।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনূন ২০ জন ভদ্র লোক জাহানাবাদের দলীল সব রেজিষ্ট্রার বিহারী লাল মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক গণ যাহা লিখিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয় তবে তাঁহারা উক্ত সব রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—আপনার পীড়ার বিষয় বিস্তার রূপে কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকের নিকট লিখিবেন। স্পষ্ট করিয়া সংক্ষেপে লিখিলে আমরা ও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

জনৈক কর প্রপীড়িত প্রজা, নবাবগঞ্জ—নবাবগঞ্জের মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা অন্যায় পূর্ব্বক দরিদ্র দিগের প্রতি অধিক ট্যাক্স ধার্য্য হয়, তজ্জন্য পত্র প্রেরক মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কমিশনার বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে উপস্থিত বর্ষের কর যেন কৃতবিদ্য নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা অবধারিত হয়।

ঢাকা—লিখিয়াছেন যে বিগত শনিবার পূর্ব্ব বঙ্গ রঙ্গ ভূমি গৃহে কালী প্রসন্ন বাবু "বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গলা ভাষা" শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেন। পত্র প্রেরক এ রূপ সারগর্ভ, সুসংঘটিত, আদ্যোপান্ত যুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা বাঙ্গলায় আর শুনেন নাই।

শ্রীপদ্ম লোচন গুপ্ত—জেলা দিনাজপুরস্থ পীরগঞ্জের অধীন বোচাগঞ্জ নামক স্থানে শ্রীযুক্ত রায় সেতাব চাঁদ লাহার বাহাদুরের যত্নে স্থাপিত নূতন মেলার ক্রয় বিক্রয়ের তালিকা। ৭ই হইতে ২১এ চৈত্র পর্য্যন্ত ১২৮৩ সাল। কাপড় ৭,৫০০ মুক্তা অর্থাৎ প্রবাল ৮০০ দোসুতি কাপড় ৫০০। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দিগের ব্যবহারীয় কায়কোতা অর্থাৎ ছেয়াটী কাপড় ৯০০৲। ছোট লোকের নেঙটী অর্থাৎ গামচা ৪৫০৲। তাঁবা কাঁসা ও পিতলের বাসন ৭০০। চিনী গুড় বিক্রী ২৫০০। পোওাপিঠা ১৫০। রাঙ্ ও পিত্তলের বালা ১০০। মণহারী ছুরী কাঁচি প্রভৃতি ৫২২ পুস্তক পঞ্জিকা ১০০। খলিফা দিগের প্রস্তুত করা পিরানাদি ২৯২। ধান ৪৭৫। চাল ৭৭৫। তৈল ২৩৫। খরসান তামাক ১১৭। পান সুপারি ও প্রস্তুত তামাক ২২৬। হরিদ্রা, মরিচ পেঁয়াজ, শাক, তরকারী ২০৯। চিঁড়া, মুড়কি, লাড়ু, ১৮৮। লবণ ৪৭৯। ডালা ডুলী ডোমকর্ত্তৃক প্রস্তুত ৯৬। লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ৬৫৲ মুদিখানার চাল ডাল ইত্যাদি ২৭৫। হালুয়াই কর্ত্তৃক মিষ্টান্ন ৭৬৫। পসারি কর্ত্তৃক জিরে মরিচ আদি ১৮৭। চট পাট ইত্যাদি ৪৯০০। নানারকম গাভী ১৮০০০। হাঁড়ি পাতিল ১২৫। সর্ব্বসমেত ৫৩৬২৯। তিপান্ন হাজার ছয় শত উন্ত্রিশ টাকা মাত্র।

শ্রীশান্তিপুর—লিখিয়াছেন "গত ১৯এ চৈত্র শনিবার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দীন দয়াল প্রামাণিক মহাশয়ের বাটীতে "শান্তিপুর সাধারণ পঠনালয়" সম্বন্ধে আবার একটী সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় তাহার অধিবেশন হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন প্রামাণিক মহাশয়ের নিদেশ ও আহূত মহোদয়গণের সম্মতি ক্রমে মিউনিসিপালিটির ভাইসচেয়ারম্যান, বিজ্ঞতম বাবু আনন্দময় মৈত্রের মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশনের প্রারম্ভে বাবু বিহারী লাল ভবানী সম্পাদক মহাশয়ের প্রদর্শিত আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন। তাহা সাধারণের অনুমোদিত হয়। বাবু যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্ এ, বি এল, মহোদয়ের প্রস্তাবানুসারে বাবু বিরেশ্বর প্রামাণিককে সম্পাদক মহাশয়ের সহকারী নিযুক্ত করা হয়। তৎপরে যে সকল গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদক মহাত্মারা পঠনালয়ে গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রাদি দান করিয়াছেন তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।"

বিজ্ঞাপন।

অর্শ রোগের পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ।

সর্ব্ব সাধারণকে অতিসন্তোষের সহিত জ্ঞাত করিতেছি যে, এই মহৌষধ নানা স্থানীয় মহোদয়গণ আরোগ্য লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত পত্র লিখিয়াছেন। আর তাহারা আরোগ্য হইলে ১টী টাকা পাঠান প্রথানুসারে টাকাটী পাঠাইয়াছেন কিন্তু ঐ প্রথাটী থাকাতে অনেকেই আরোগ্য লাভান্তেও বোধ করি টাকাটি প্রেরণে আলস্য প্রকাশ করেন এই কারণে অগ্রিম ।/৫ আনা প্রথায় ঔষধ দেওয়া উঠাইয়া দেওয়া হইল।

অল্প দিনের পীড়া হইলে ১১ দিবস, অধিক দিনের হইলে ২২ দিবস কাল ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইতেছে। এই মহৌষধি কয়েকটি সুগন্ধ ফলের দ্বারায় প্রস্তুত, ইহা সেবনে কোন কষ্ট নাই।

১১ দিবসের ঔষধির মূল্য ১।/৫; ২২ দিবসের ঔষধির মূল্য ২।/৫ ডাক মাসুল /১০

দরিদ্র লোক সকল উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলে বিনা মূল্যে প্রতি সোমবারে ঔষধ দেওয়া হইবে।

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার।
কলিকাতা।

চক্ষুরোগের চমৎকার মহৌষধ।

তির্ব্বত দেশীয় পর্ব্বত জাত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত। এই ঔষধের এমত অসাধারণ গুণ যে চক্ষে প্রদান করিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা হয় না, অথচ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়, ইহা দ্বারা ছানি, চক্ষু জ্বালা, চক্ষুশূল, চক্ষু তিমির, কুণ্ড রাত্র্যন্ধতা অধিকাংশ উদ্ধক জনিত দৃষ্টির খর্ব্বতা, চক্ষু বেদনা ও জলস্রাব ইত্যাদি চক্ষের অনেক রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইয়া অনেকে ঔষধের আশ্চর্য্য গুণের প্রসংশা পত্র লিখিয়াছেন তাহার কএক খানি সকলের সুগোচরার্থে প্রকাশ করা হইল।

ঔষধের মূল্য ফি শিশী ২ টাকা মায় প্যাকিং।

ডাক ষ্ট্যাপ পাঠাইলে বিক্রয়ের বাঁটা প্রতি টাকায় /০ আনা অধিক দিতে হইবেক। ব্যবহারের নিয়ম পত্র ঔষধের পারসেলের সহিত পাঠান যায়।

শ্রীপ্রেম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গালিটোলা বানারস।

সার্টিফিকেট

To Baboo Prem Chunder Mookerjee--Benares.

I have much pleasure in certifying that your Thibet Medicine for the eye is a capital remedy for irritation, and pain in the eye and effectual for dimness of sight and optholmia. I have used it myself with great benefit and recommended to others who have experienced very sensible relief.

Sd. D. Tresham
Assistant Inspector 3rd Circle D. P. I. N. W .P.

লক্ষ্মণপুরের জমিদার শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

আর এক শিশী চক্ষের ঔষধ অতি শীঘ্র২ পাঠাইবেন ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতেছে এমন কি এদেশে চক্ষু রোগ বোধ করি ঐ ঔষধিতে নিবারণ হইবে।

শ্রীহট্টের অন্তঃপাতি হবিজঞ্জ নিবাসী শ্রীযুত বৃন্দাবন দত্তের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

মহাশয়! চক্ষুরোগের যে ২ শিশী ঔষধ যে যে ব্যক্তির জন্য গত শ্রাবণ মাসে আনান হইয়াছিল তাহা আপনার ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার করান হওয়াতে রোগী দ্বয়ের অনেক দিনের চক্ষের রোগ প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। আর ২ শিশী ঔষধ শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মুল্য পাঠাইলাম।

বালেশ্বরের অন্তঃপাতি দেহুতদহের জমিদার এবং আনরেরি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

আপনকার চক্ষু রোগের ঔষধি অতিশয় উপকার জনক; তদ্দ্বারা অনেকের নানা প্রকার চক্ষু রোগের শান্তি হইতেছে। চক্ষু উঠা, চক্ষু জ্বালা চক্ষু খুঁচনি, ঝাপশা ও রাত্র্যন্ধতা দূরিভূত হইয়াছে। আর ২ শিশী ঔষধের মুল্য পাঠাইলাম তাহা সত্বর পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি গরবিটা নিবাসী শ্রীযুত বাবু রাম নাথ ঘোষ মহাশয়ের পত্র হইতে—

ইতি পূর্ব্বে চক্ষু রোগের ঔষধি এক দফা আনাইয়াছিলাম তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। পুনঃরায় অন্য এক জনার ঝাপশা দৃষ্টি অথবা ছানি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে অতএব মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা চক্ষু রোগের এক শিশী ঔষধ অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ডাক ষ্ট্যাম্প দ্বারা মুল্য পাঠাইলাম।

শ্রীযুত বাবু কৈলাস নাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের পত্র হইতে—

মহাশয়ের নিকট হইতে চক্ষের ঔষধ আনাইয়াছিলাম; অন্যান্য যেরূপ নিষ্ফল ব্যবহার করিতে হইয়াছিল এ ঔষধ ও সেই রূপ হইবে। কিন্তু আপনার ঘোষণা পত্রে প্রকাশ ছিল যে, এ ঔষধি চক্ষু মধ্যে প্রদান করিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না; এ জন্য কোন হানি নাই বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম; কি নিবেদন করিব যে অল্প দিনের মধ্যেই আমার বিশেষ উপকার বোধ হইতে লাগিল, তাহাতে ভক্তির সহিত প্রদান করিতে লাগিলাম। যে পুস্তকাক্ষর দিবসে স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইত না এক্ষণে বিনাচসমায়ে অনায়াসে রাত্রে তাহা পাঠ করিতে পারি। যদি কিছু দিন পূর্ব্বে জানিতাম বোধ করি চক্ষুরোগ জন্য আমাকে পেনসন লইতে হইত না। এ ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট ও অমূল্য ইহাতে যে উপকার হইয়াছে তাহাতে চির বাধিত রহিলাম।

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।